নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন হাজারো ইসরায়েলি

সারে-জমিন

একসঙ্গে ৫ কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এক মা!

রূপসী বাংলা

সিপিএম ও কংগ্রেস কি অস্তিত্বের সংকটে

সম্পাদকীয়

অধীর-সেলিমকে বিজেপির 'দালাল' বলে কটাক্ষ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৬ মে, ২০২৪
২৩ বৈশাখ ১৪৩১
২৬ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

মোস্তাফিজ, পাতিরানাহীন চেন্নাইকে জেতালেন জাদেজা

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 122 ■ Daily APONZONE ■ 6 May 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

কাগজে মোদির প্রচারে বিজ্ঞাপন, তবু চুপ নির্বাচন কমিশন: মমতা

আমীরুল ইসলাম ● লাভপুর

আপনজন: সন্দেশখালি সম্পর্কে বিজেপি টাকা দিয়ে 'ভুল ও মিথ্যা' ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'কুমিরের চোখের অশ্রু ফেলা' বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মোদি সরকারের নির্দেশে কাজ করার অভিযোগ করেছেন। মোদির ছবি সহ প্রিন্ট মিডিয়ার একটি অংশে পুরো পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন ছড়ানোর বিষয়ে কমিশন চোখ বন্ধ করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আপনি যদি আপনার প্রকল্পগুলিতে মানুষের সমর্থন পাওয়ার বিষয়ে এতই আত্মবিশ্বাসী হন, তাহলে আপনার (মোদী) কেন সংবাদপত্রে আপনার ছবি প্রকাশ করতে হবে? নির্বাচন চলছে এবং আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর রয়েছে। আমি জানি কাগজপত্রের বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে, আমি জানি তারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। বোলপুরে তৃণমূল প্রার্থী তথা বোলপুরের সাংসদ অসিত কুমার মাল এবং বীরভূমের তৃণমূল প্রার্থী তথা বর্তমান সাংসদ শতাব্দী রায়ের সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন তিনি।

তৃণমূল চেয়ারপার্সন বলেন, তাঁর দল এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করতে হলে কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন চুপ করে বসে থাকে তারপর এসব ঘটনা ঘটে।

সন্দেশখালি সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি নির্লজ্জ মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল, যারা মিথ্যা বলার জন্য কিছু লোককে টাকা দিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে সন্দেশখালিতে নিজেকে বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বলে দাবি করা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত রয়েছে। ওই ভিডিওতে ওই ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে এবং এলাকার অন্যান্য বিজেপি নেতাদের শাজাহান শেখ-সহ তিন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে স্থানীয় তিন-চার মহিলাকে প্ররোচিত করতে বলেন।

কেউ কি কখনও ভেবেছিলেন যে বিজেপি এত নীচে নেমে যাবে যে তারা সন্দেশখালিতে কুৎসা ছড়াবে? মমত বলেন, আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে টাকা দিয়ে ভিডিওটা কিভাবে সাজানো হয়েছিল। তিনি আরো বলেন টাকা গেলে টাকা পাওয়া যায় কিন্তু মায়েদের আত্মসম্মান গেলে তা ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলা মায়ে দের নিয়ে এই অসম্মান করবেন না। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। ১০০ দিনের টাকা কেন দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার, সে কথা উল্লেখ করেন। তৃণমূলকে দুর্নীতির আঁতুড় ঘর বলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আর তোরা (বিজেপি) তো ডাকাত। তোরা কয়লা মাফিয়া। কারণ কয়লা সিআইএসএফ দেখে কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে, আর গরু বিএসএফ দেখে। তাহলে টাকা কেন্দ্রের মন্ত্রীরা খায়। নোট বন্দি টাকা প্রসঙ্গে বলেন নোট বন্দি টাকা গেল কোথায় মোদীজি জবাব চাই। কালো টাকা নিয়ে আসবেন বলেছিলেন কোথায় গেল কালো টাকা। জবাব চাই। দেশের কোন কাজ করেননি কোথায় গেল টাকা। বিদেশ গিয়ে কত কোটি টাকা খরচা করেছেন জবাব চাই। তিনি বলেন চোরের মায়ের বড় গলা। তৃণমূল কংগ্রেস ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক দল সততা বজায় রেখে কাজ করে। তাই আপনারা হিংসায় জ্বলেন। আর লুচির মত ফুলেন। আমি ১৩ বছর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পার্লামেন্টে এক টাকা মাইনে ও পেনশন নি না কত টাকা মিস করেছি। এক পয়সা মাইনে ও পেনশন নি না। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তুলোধোনা করেন আজ লাভপুরে। তিনি বিজেপিকে দাঙ্গা ও সহিংসতার প্রবর্তক, যা প্রাণহানির দিকে পরিচালিত করে বলে বর্ণনা করেন।

প্রথম নজর

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হতে দেব না: মোদী

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার বলেছেন, তিনি কাউকে সংবিধান নিয়ে খেলতে দেবেন না, বিশেষত যখন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিষয়টি আসে। তিনি বলেন, সংবিধান ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের অনুমতি দেয় না, কিন্তু ইন্ডিয়া জোট তার তোষণ নীতির অংশ হিসাবে এসসি / এসটি, ওবিসি সংরক্ষণের অংশ মুসলিমদের দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংও বলেছিলেন যে সম্পদের উপর মুসলমানদের প্রথম অধিকার রয়েছে। কংগ্রেস দেশে সংরক্ষণের কর্নাটক মডেল লাগু করতে চায় বলে অভিযোগ করেন মোদি।

সংরক্ষণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে দেব না।

গো মাংস রফতানি সংস্থা থেকে ইলেক্টরাল বন্ডে টাকা নিয়েছে বিজেপি: সুপ্রিয়া

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে রবিবার দাবি করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য তার ২০১৯ সালের স্ক্রিপ্ট থেকে পড়ছেন। মুসলিমদের জন্য কোটা নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও করেন তিনি। তিনি বলেন, বিজেপি বলে আসছে, তোষণের রাজনীতির অংশ হিসেবে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসিদের কোটা কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রধান শ্রীনাতে দাবি করেন, ২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ইতিমধ্যেই মুসলিমদের ওবিসি হিসেবে সংরক্ষণ দিয়েছে। তিনি বলেন, ১০ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর আমরা ভেবেছিলাম তিনি এখন জনগণের মুখোমুখি হবেন, রিপোর্ট কার্ড উপস্থাপন করবেন এবং তার সরকারের সাফল্য নিয়ে ভোট চাইবেন। বরং ২০১৪ সালের ২০২৪ সালের একই স্ক্রিপ্ট পড়ছেন তিনি। তিনি

কংগ্রেস এবং তার নেতাদের ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলছেন না। তাহলে এই দশ বছরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কী করেছেন? তিনি দাবি করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচন ২০০৪ সালের পুনরাবৃত্তি হবে, যখন বিজেপির 'ইন্ডিয়া শাইনিং' প্রচার ব্যর্থ হয়েছিল এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল।

সুপ্রিয়া বলেন, কংগ্রেস শাসিত কর্নাটকে মুসলিমদের সংরক্ষণ নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছেন মোদি। ১৯৭৪ সালে করা একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে এইচ ডি দেবগৌড়া মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই সংরক্ষণ দিয়েছিলেন। আর আজ দেবেগৌড়ার দল জেডি(এস) বিজেপির জোটসঙ্গী। কংগ্রেস সরকার তা কার্যকর করেনি। গত তিন দশক ধরে এই সংরক্ষণ চলছে। জেডি(এস) নেতা প্রজ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও অন্যান্য অভিযোগ প্রসঙ্গে শ্রীনাতে দাবি করেন, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও মোদী মাইসুরুতে তাঁর জন্য ভোট চেয়েছিলেন। মোদী রেভান্নার জন্য ভোট চেয়েছিলেন, যিনি কোনও দৈত্যের চেয়ে কম নন। তিনি কি তার অপকর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? কংগ্রেস নেতা বলেন, মুসলিমদের নিয়ে কথা না বলে প্রধানমন্ত্রীর উচিত বাকি তিন 'এম' মহিলা, মূল্যবৃদ্ধি এবং মণিপুর হিংসা নিয়ে কথা বলা। তিনি বলেন, আমার নেতা (রাহুল গান্ধি) দু'বার মণিপুরে গিয়ে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মোদিজি এখনও মণিপুরে যাওয়ার সময় পাননি, যেখানে এখনও হিংসা চলছে। নিজের ভাবমূর্তি গড়তে মোদির বিরুদ্ধে সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা খরচ করার অভিযোগ তুলে শ্রীনাতে বলেন, গত ১০ বছরে গরিব আরও গরিব হয়েছে, আর ধনীরা ফুলেফেঁপে উঠেছে। হিন্দু ধর্ম বা গরুর কথা বলা বিজেপির শোভা পায় না, কারণ ইলেক্টোরাল বন্ড প্রকল্পের মাধ্যমে গো মাংস রফতানিকারকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে বিজেপি।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

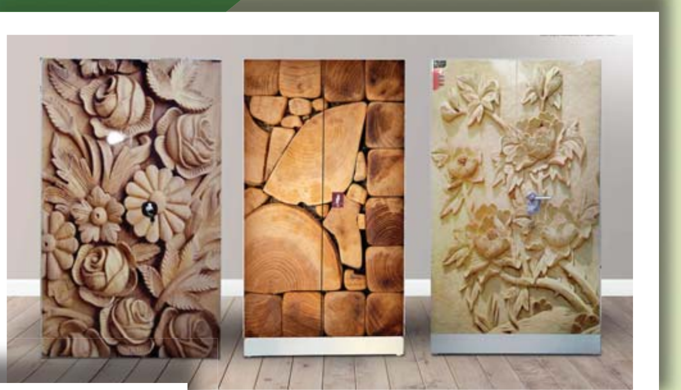

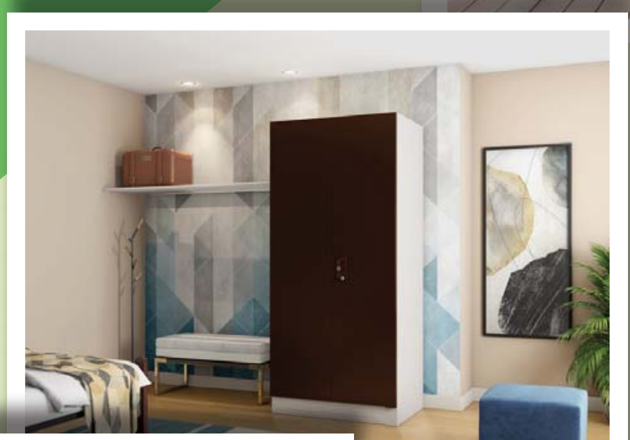

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

ভর্তি চলিতেছে   ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান
(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)
গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,
কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

প্রথম নজর

সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদী বাঁধে চওড়া ফাটল, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেব খালী গ্রাম পঞ্চায়েতের রমাপুর গ্রামের রায়মঙ্গল নদীতে শনিবার গভীর রাতে ৩০০ ফুট বাধে ফাটল দেখা দিয়েছে। তা দেখে আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা ।ইতিমধ্যেই নদীর পাড়ে যেসব বাসিন্দারা বসবাস করতেন তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল রবিবার পরিদর্শন করেন হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের বিডিও সহ একাধিক প্রশাসনিক অধিকারীরা। যত দ্রুত বাঁধ মেরামত করা যায় সেই দিকে নজর দিয়েছে প্রশাসন। গত ১৪ বছর আগে এই নদী বাঁধের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল আইলা ঝড় ।সেই ঝড়ের তান্ডবের পর নদী বাঁধ কোন রকমে দাঁড় করানোর হয়েছিল। কিন্তু এলাকার বাসিন্দারা যেটা জানাচ্ছেন, তারা বলছেন ,প্রতিবছর বিভিন্ন ধরনের সাইক্লোন দেখা যায়। তাই নদী বাঁধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এই বাঁধগুলি যদি কংক্রিটের করা না হয় তাহলে সারা জীবন দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে গ্রামবাসীদের। তাই তারা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব নদীর বাঁধগুলি পাকাপোক্ত করা হোক। তাহলে এই সমস্যা বারবার আর সমাধান করতে হবে না। প্রশাসনের উদ্যোগে জোর গতিতে এই ফাটল মেরামতির কাজ চলছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সোমবার থেকে একটানা তিন চার দিন ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ফলে চিন্তিত সেখানকার মানুষ জন।

বাঁকুড়ায় টহলদারিতে পুলিশ সুপার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শালবনীতে জেলাশাসক সিয়াদ.এন এবং বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং পুলিশ কর্তারা এলাকতে টহলদারি চালালেন। তাদের একটাই লক্ষ্য যাতে ২০২৩ এর পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি আর না হয় এই লোকসভা নির্বাচনে। এদিন জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার এলাকায় টহলদারী চালানোর পাশাপাশি,ভোটারদের আশ্বাস দেন এবং যাতে তারা নির্বিঘ্নে বুথ মুখি হয় সেই কথাও বলেন।
বাঁকুড়ার জেলাশাসক সিয়াদ এন জানান ভোটারদের একটাই বার্তা শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোটদান,প্রশাসন ভোটারদের পাশে আছে
সবসময়ই।রাজনৈতিক হিংসা যে সকল জায়গায় হয়েছিল গত নির্বাচনে সেগুলো মাথায় রেখেই প্রশাসন তৎপর রয়েছে।
বাঁকুড়া জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন বলেন, সব জায়গায় শান্তি থাকবে এটা আমরা আশা রাখছি, গত নির্বাচন গুলিতে কোন কোন জায়গায় ঝামেলা হয়েছে সেই ডেটা আমরা খতিয়ে দেখেছি, সেই জায়গাগুলিতেই কনফিডেন্স বিল্ডিং করা হয়েছে। সমস্ত ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে, কোন সমস্যায় পড়লে প্রশাসন পাশে রয়েছে।
এতসব প্রশাসনিক তৎপরতার পরেও শান্তিপূর্ণ লোকসভা ভোট নাকি গত পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি? তার দিকেই তাকিয়ে সকলে।

নলহাটির উন্নয়নের কৃতিত্ব এড়াচ্ছে তৃণমূল

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: বাম কংগ্রেসের জন সমাবেশ দেখে রীতিমতো ভয় ছড়াচ্ছে তৃণমূল কার্য কর্তাদের মধ্যে। কারণ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকায় বাম কংগ্রেসের যে জোট তার অনেকটাই প্রগতি হয়েছে। যদিও সেই প্রগতির কথা মানতে চায়নি তৃণমূল নেতৃত্ব। তারা দাবি করছে, আমরা যা উন্নয়ন করেছি সেই উন্নয়নের ভিত্তিতেই ভোট হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরের যা উন্নয়ন হয়েছে। গত ছয় মাসে তার থেকে বেশি উন্নয়ন করেছে তৃণমূল পরিচালিত নলহাটি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এলাকায় জলের কল, রাস্তা,ঘাট আলো হয়েছে।কিন্তু গত ৫ বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে। সেটা ছয় মাসে তিনি করে দেখিয়েছেন। সেটা খাতায় কলমে বলছে। তিনি এলাকায় কি কি উন্নয়ন করেছেন সেটার জবাব বরণ বাবুর কাছে চাইলেও তিনি তার উত্তর দিতে পারেননি। আমরা তার কাছে বারে বারে গিয়েছি। কিন্তু বরুণ বাবু কখনো ভোটের প্রচার দেখিয়ে,কখনো ভোট দেখিয়ে, কখনো এলাকা উন্নয়নে সরাসরি উত্তর দেওয়ার আশঙ্কায় তিনি বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। যদিও দলের মধ্যে তাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে।যে আদৌ কি উন্নয়ন হয়েছে। যদিও দলের মধ্যে তাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে যে উন্নয়নের কথা বলতে গেলে মানুষের চোখে ধরা পড়ে যাবেন। সত্যিই কি রাস্তা, ঘাট, জলের কল আলো এই সব উন্নয়ন হয়েছে। এই প্রশ্নকে ঘিরেই এলাকায় ভোট হবে। নলহাটি ২ নম্বর ব্লক এলাকায় যে ৬ টি অঞ্চল আছে সেখানে কি কি উন্নয়ন হয়েছে। সেই প্রশ্নই বারবার তুলে ধরছেন বিরোধীরা। বাম কংগ্রেস জোটের প্রচারে এসে মিল্টন রশিদকে রাখাল বলে দাবি করেছেন অধীর চৌধুরী। তিনি যা জানতে চেয়েছেন তার সদুত্তর দিতে পারেনি বরুন বাবু। সেখানে দলগতভাবে যৌথভাবে বৈঠক করে জানান এই উন্নয়নের কথা ভোটের পরেই বলবেন।

প্রখর রোদেও মমতার রোড শো জনসমুদ্রে পরিণত বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের সমর্থনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি বিশাল রোড শো বা মিছিল সংগঠিত করলেন। বর্ধমান পুলিশ লাইন থেকে সেই মিছিল বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন স্পন্দন কমপ্লেক্সে শেষ হয়। কয়েক লক্ষ মানুষকে নিয়ে এই মিছিল একেবারে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। গতবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রটি বিজেপি ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেখানে বিজেপির প্রার্থীর সুরেন্দর সিং, আলুওয়ালিয়া জয় লাভ করে, এই জয় লাভের ফলে মনঃক্ষুণ্ণ হয় বর্ধমান, মনঃক্ষুণ্ণ হয় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এবারে সমস্ত গোষ্ঠী দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করে বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার বিহারের কীর্তি আজাদকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করে এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এই প্রার্থী নিয়ে কারো কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীকে এই মিছিলে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ হাতজোড় করে দর্শকদের অভিবাদন জানান এবং ভোট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এই মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ,মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সহ পূর্ব বর্ধমানের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়েছিলেন। বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার স্পন্দন কমপ্লেক্সের মাঠে ল্যান্ড করে। তারপর মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি করে পুলিশ লাইন পৌঁছান পুলিশ লাইন থেকে বিশাল মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রোড শো কমপ্লিট করেন। এর আগেও বর্ধমানে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো রোড শো করেছিলেন এবং ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিলেন ভোটের আগে এই রোড শো তৃণমূল কংগ্রেসকে অনেক এগিয়ে রাখবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

আত্মঘাতী দশম শ্রেণীর ছাত্র

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: আত্মঘাতী হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্র। মৃতের নাম দেবদূত সরদার(১৭)।রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত বাহিরসোনা এলাকার উত্তর কুলতলি গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনীপ্রাণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র দেবদূত। এদিন তার বাড়ির লোকজন সামান্য বকাঝকা করেছিল।অভিমানে আত্মঘাতী হওয়ার জন্য পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে গলায় দড়ি দেয়।পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ছাত্র কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে দশম শ্রেণীর ছাত্রের মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌঁছালে গোটা গ্রাম মূহ্যমান হয়ে পড়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাস-গাড়ি সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: ময়ূরেশ্বরের পুকুরপাড়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা! এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটলো প্যাসেঞ্জার বাহি বাসের সাথে চার চাকা গাড়ির। রবিবার দুপুর ১:৫০ নাগাদ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত পুকুর পাড়া বাসস্ট্যান্ডে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন। এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে সাঁইথিয়া কান্দি রাজ্য সড়কের উপর পুকুরপাড়া বাসস্ট্যান্ডে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় রবিবার দুপুরে কলেশ্বরের দিক থেকে সাঁইথিয়ার দিকে যাচ্ছিল একটি চারচাকা গাড়ি ও সাঁইথিয়ার দিক থেকে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি প্যাসেঞ্জার বোঝাই বাস। তবে সাঁইথিয়া কান্দি রাজ্য সড়কের উপর রবিবার দুপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাস ও চারচাকা গাড়ির। আর এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়ে চার চাকা গাড়িতে থাকা তিনজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছাই ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন, তবে ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা এসে তড়িঘড়ি আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সাঁইথিয়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে জানা যায়।

কার্ল মার্কসের জন্মদিনে শ্রদ্ধা বাম নেতাদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: কার্ল মার্কসের ২০৭ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন বাম নেতারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে সিপিআই(এম)এর জেলা কার্যালয়ে এদিন তাঁর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন নন্দলাল হাজরা, কল্যাণ দাস, শিবতোষ চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য বাম নেতারা। পাশাপাশি, কাল মার্কসের দর্শন ও তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উপর বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নন্দলাল হাজরা। নন্দলাল হাজরা বলেন, 'আজ মহান দার্শনিক কাল মার্কস এর ২০৭ তম জন্মদিবস।

ইসলামপুরে একসাথে ৫ কন্যা সন্তানের জন্ম

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে এক বেসরকারি নার্সিং হোমে এক সাথে পাঁচ শিশু কন্যার জন্ম দিলেন তাহেরা বেগম নামে এক প্রসূতি। জানা গিয়েছে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জাভেদ আলম। তার স্ত্রী তাহেরা বেগম। জাভেদ ভিন রাজ্যে কাজে বাইরে রয়েছে। প্রথম দুই মাসের পর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি মাধ্যমে ডাক্তার ফারজানা নুরি ওই প্রসূতিকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তার গর্ভে পাঁচ শিশু সন্তান রয়েছে। এরপর ডাক্তারের পরামর্শ মতো প্রসূতি মাকে সাহস দিতে শুরু করে ডাক্তার ফারজান নুরি। রবিবার ভোরে ইসলামপুরের আমবাগান এলাকায় রেজা কেয়ার নামে এক বেসরকারি নার্সিং হোমে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন তাহেরা বেগম নামে ওই প্রসূতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে পাঁচ শিশু কন্যার জন্ম দেন তিনি। জন্মের পর পাঁচ শিশু ও শিশুর মা সুস্থ রয়েছে এমনটাই পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে।

কেষ্টদাকে মিস করা নেতাদের তার পাশে পাঠানো হবে: শতরূপ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৩ মে বীরভূমের দুটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।তাই ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক নেতাদের তৎপরতা ততখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। না জানি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এমনকি সারাদিন প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে নিরন্তর ভোটের প্রচার অভিযান কর্মসূচি অব্যাহত। ৪২-৪৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা উপেক্ষা করেই সমস্ত রাজনৈতিক দল মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ।সেরূপ বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে বাম- কংগ্রেস জোটের সিপিআইএম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের সমর্থনে রবিবার মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় মল্লারপুরে।
এদিন মল্লারপুর থানার বাহিনা মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে সমগ্র বাজার এলাকা পরিক্রমা করে জমায়েত হয় বটতলা মোড়ে। সেখানে একটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়।
উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য শতরূপ ঘোষ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, বলরাম চ্যাটার্জী,জোট প্রার্থী শ্যামলী প্রধান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।
এদিন নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতরূপ বলেন যে,কেষ্টর জন্য যারা দুখ গাইছেন তাদেরকেও কেষ্টর পাশে পাঠানো হবে।
তিনি আরও বলেন কেষ্ট মন্ডল আমাকে বলেছিল কলকাতায় বসে বড়ো বড়ো কথা বলছো ক্ষমতা থাকলে বীরভূমে পা রেখে দেখাও। বীরভূমের মাটি কি ওর বাপের সম্পত্তি?বীরভূমের মাটিতে পা রাখতে গেলে ওর কাছে ভিসা পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হবে নাকি? তাই তৃণমূল নেতাদের বলছি যদি কেও দূর থেকে শুনতে পান তাহলে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি আমি এই বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি, তোদের কারো বাপের ক্ষমতা থাকলে কেষ্ট মন্ডল কে নিয়ে এসে এইখানে দাঁড় করা। এখন আবার পাটি অফিস গুলোতে বড়ো বড়ো চোর, গরু চোরের ছবি টাঙ্গাচ্ছে।
আবার দেখছি টিভির সামনে বাইট দিচ্ছে আমাদের কেষ্ট দা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। চক্রান্ত করা হচ্ছে,কেষ্টদার কথা খুব মনে পড়ছে।
লোকসভা ভোটের সময় কেষ্ট দাকে খুব মিস করছি। তাদেরকে বলছি কোন চিন্তা করবেন না, যে যে কেষ্টদাকে মিস করছেন তাদের সবাইকে কেষ্টদার পাশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব বলে হুঁশিয়ারি দেন সিপিআইএম রাজ্য নেতৃত্ব শতরূপ ঘোষ।

খেলতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: মর্মান্তিক ঘটনা করণদীঘিতে! পুকুর পাড়ে খেলতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে মৃত্যু আট বছরের কন্যা সন্তানের। ঘটনাটি করণদিঘি থানার লাহুতাড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সরগাও গ্রামের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সরগাও গ্রামে মাঠের মধ্যে একটি পুকুর গত ১ সপ্তাহ হয়েছে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি কেঁটে পুকুরে পাড় বাধার কাজ করা হয়েছিলো, সেখানেই সরগাও আদিবাসী পাড়ার ৩ জন নাবালিকা খেলতে যায়। পুকুর পাড়ের মাটি হাত দিয়ে খুড়ছিলো তারা, সেই সময় পাড়ের মাটি ধসে চাপা পড়ে যায় রাধা বাস্কি নামক বাচ্চা মেয়েটি। পুকুর পাড়ে থাকা বাকি দুই নাবালিকা সেই খবর দিতে সরগাও গ্রামে পৌঁছায়।
খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়ে মাটি সরিয়ে রাধার নিথর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বিভিন্ন দল থেকে ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: বিজেপি ও আইএসের থেকে ও সতাধিক কর্মী সমর্থক যোগদান করল তৃণমূল কংগ্রেসে। রবিবার দিন ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ এর উদ্যোগে একটি কর্মী সভার আয়োজন করা হয়, ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শিবালয়ের মাঠে। আর সেই কর্মী সভাতে আইএসএফ এবং বিজেপি থেকে শতাধিকেরও বেশি কর্মী সমর্থক যোগদান করে শাসক দলে। এদিনের এই কর্মী সভায় উপস্থিত ছিল ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার শামীম আহমেদ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ সদস্যা মনমোহিনী বিশ্বাস, ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান রাজশ্রী দাস, ডায়মন্ডহারবার টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার দু'নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন যুব সভাপতিসহ মেহেবুবা রহমান, ডায়মন হারবার এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি গৌতম অধিকারী প্রমুখ।

নবাবপুরে কল্যাণের সমর্থনে সভা

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিজেপি, সি পিএম, আই এস এফ এবং কংগ্রেসকে তুলোধোনা করলেন। আজকের এই এই জনসভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চন্ডীতলার বিধায়ক স্বাতি খন্দকার এছাড়া হুগলি জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ সুবীর মুখার্জি প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদের অন্যান্য সদস্য সদস্যা এছাড়া চন্ডীতলা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মদক্ষ গণ এবং কুমির মোড়া, ভগবতীপুর নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান সহ সকল সদস্য সদস্যা বৃন্দ ।এই দিন এই জনসভায় মহিলাদের আগমন লক্ষণীয় পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের আগ্রহ নজর কাড়ে এলাকাবাসীর। প্রসঙ্গত নবাবপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আনিসুল রহমান নস্কর সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন।

হাজি নুরুলের সমর্থন সভায় ব্যাপক মহিলা

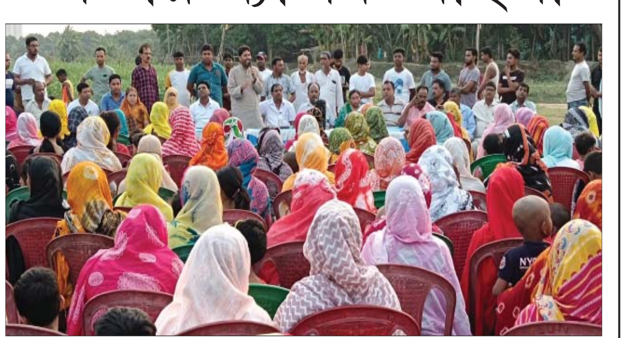

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: বাংলার মানুষের উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের যে সমস্ত প্রকল্পগুলি চলছে তার খতিয়ান তুলে ধরে লোকসভার ভোট প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর ১ নম্বর এবং কীর্ত্তিপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েকটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এইসব মিটিং-এ মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। সেখানে রাজ্যের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। আগামী ১ জুন সপ্তম তথা শেষ দফায় ভোট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে। বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার মাটিয়াগাছা ও বাদাসানবেড়িয়াতে কর্মীসভায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন এবং বিরোধীদের চক্রান্ত সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য একেএম ফারহাদ বলেন, বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো হাড়োয়ার মাটিয়াগাছার সংখ্যালঘু মহিলারাও মা মাটি মানুষের উন্নয়নে শরিক হতে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা অভূতপূর্ব। হাড়োয়া বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি,তপন মুখার্জি,সাহাবুদ্দিন আলি,আব্দুল মান্নান আলি, সহিদুল ইসলাম, তৃষ্ণা পাত্র, রমা মন্ডল, হাফিজুল ইসলাম, রবিউল হোসেন, আসাদ আলি, আজুয়ারা বিবি প্রমুখ।

অবৈধভাবে মদ তৈরি করার সময় গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: অবৈধভাবে মদ তৈরি করার সময় আবগারি দপ্তরের হাতে গ্রেপ্তার পাঁচ। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত লক্ষীনারায়নপুড়ে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম বরুণ দাস, বিশ্বজিৎ দাস, রানুপদ দাস, জীবন দাস এবং বিপিন দাস। সকলের বাড়ি সুতি থানা এলাকা। ধৃতদের কাছ থেকে ৬০ লিটার স্পিরিট, ১২১ লিটার ডুপ্লিকেট মদ, ৩৩০ পিস ডুপ্লিকেট হলো গ্রাম এবং ৮৪ পিস ছিপি উদ্ধার করেছে আবগারি দপ্তর।
দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে মদ তৈরি কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেই খবর। এদিকে রবিবার ধৃতদের জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পাঠায় আবগারি দপ্তরের পুলিশ। মদ কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে আবগারি দপ্তর।

রবিবারের প্রচারে ঝড় তুললেন সাজদা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডা.নির্মল মাজির নেতৃত্বে প্রচারে বেরিয়ে কার্যত ঝড় তুললেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ।রবিবার উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বাসুদেবপুর ও তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়ার অঞ্চলের একাধিক এলাকায় হুড খোলা গাড়িতে চড়ে প্রচার ও জনসংযোগে সারেন প্রার্থী সাজদা। এদিন প্রচার গাড়ির সঙ্গে কয়েক হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা বাইকে করে প্রচারেও বের হন। বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি জানান, আমাদের প্রার্থী প্রচারের দিক থেকে যেভাবে সাড়া পাচ্ছে,তা থেকে বলতে পারি সাড়ে তিন লক্ষের মতো বেশি ভোটে আমাদের প্রার্থী জয়লাভ করা কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস জানান,উলুবেড়িয়া লোকসভার আমাদের দলের প্রার্থী-কে আমরা এই কেন্দ্র থেকে ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে লিড দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাবো।সেই মোতাবেক আমরা বিধায়কের নির্দেশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছি।এদিনের এই কর্মসূচি-তে বিধায়ক ডা.নির্মল মাজি ও দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভাপতি আব্দুল হক মোল্লা(লালন),উলুবেড়িয়া উওর কেন্দ্রের দলের সভাপতি বিমল দাস, সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস,পঞ্চায়েত প্রধান মহসীন মোল্লা, যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল,ছাত্র নেতা রুহুল আমীন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রথম নজর

এবার রেকর্ড সংখ্যক হাজির সমাগম, নতুন নির্দেশনা

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর মক্কায় রেকর্ড সংখ্যক ২০ লাখ হাজির সমাগম হতে পারে– এমন ধারণা নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে সৌদি আরব। সুন্দর ও আরামদায়কভাবে যেন হাজিরা হজ সম্পন্ন করতে পারেন সে বিষয়টি মাথায় রেখে সৌদির সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে কাজ করছে।
পবিত্র হজ সামনে রেখে এ লক্ষ্যে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে সৌদি। অনুমতি ছাড়া মক্কায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটির সরকার। শনিবার থেকেই কার্যকর করা হয়েছে এ নির্দেশনা।
মূলত পবিত্র হজে সারাবিশ্ব থেকে আসা বিপুল সংখ্যক হজযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানায় দেশটির জননিরাপত্তা বিভাগ।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে মক্কায় প্রবেশের জন্য অবশ্যই অনুমতিপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। এমনকি সৌদি নাগরিকদেরও। হজের সময় মক্কার পবিত্র স্থানগুলোতে কাজ করার অনুমতি পাওয়া ব্যক্তি, মক্কার স্থানীয় অভিবাসী, পবিত্র হজ পালনের অনুমতিপত্র বা তাছরিহ্ ব্যতীত আপাতত যে কাউকে মক্কায় প্রবেশে বিরত থাকার আহব্বান জানানো হয়েছে।
চলতি বছর জুনের মাঝামাঝি সময়ে পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। ফলে মে মাসের শেষ সময় থেকেই পবিত্র নগরী মক্কায় ভিড় জমানো শুরু করবেন হজ যাত্রীরা।

আবারও মুসলিম মেয়র পেল লন্ডন

আপনজন ডেস্ক: লন্ডনের মেয়র হিসেবে আবারও নির্বাচিত হয়েছেন সাদিক খান। এর মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হলেন তিনি।
একে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছে বৃটিশ গণমাধ্যমগুলো। বিবিসি বলেছে, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তারা লিখেছে, আমাদের হাতে যেসব রিপোর্ট এসেছে তাতে নির্বাচিত হয়েছেন সাদিক খান।
স্কাই নিউজের খবরে বলা হয়েছে, শতকরা ৪৩.৭ ভাগ ভোট পেয়েছেন সাদিক খান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কনজার্ভেটিভ পার্টির সুসান হল পেয়েছেন শতকরা ৩২.৬ ভাগ ভোট। স্থানীয় এই নির্বাচনে শতকরা ৪০.৫ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন। লেবার পার্টির সাদিক খান পেয়েছেন মোট ১০ লাখ ৯৯ হাজার ২২৫ ভোট। মিস হল পেয়েছেন ৮ লাখ ১১ হাজার ৫১৮ ভোট।
এর ফলে লন্ডনের ইতিহাসে টানা তৃতীয় মেয়র হিসেবে তিনিই প্রথম দায়িত্ব পালন করবেন।
পাকিস্তানি বংশোদ্ভুত সাদিক খান সুযোগ-বঞ্চিত পরিবারের ছেলে। সাদিক খান তার বাপ-মায়ের আট সন্তানের একজন। পাকিস্তান থেকে আসা সাদিক খানের বাবা ছিলেন বাস ড্রাইভার এবং মা জীবিকা নির্বাহের জন্য সেলাইয়ের কাজ করতেন।
তারা থাকতেন দক্ষিণ লন্ডনের একটি এলাকায় দরিদ্রদের জন্য তৈরি সরকারি কাউন্সিল ফ্ল্যাটে। জন্ম ১৯৭০ সালে। সাদিক খান ছোটবেলা থেকেই মুসলিম ধর্মবিশ্বাসকে লালন করেছেন। ২০০৫ সালে তিনি দক্ষিণ লন্ডনের টুটিং এলাকা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
২০১০ সালে গার্ডিয়ান পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সাদিক খান বলেছিলেন 'আমি উদ্ধত কোনো মন্তব্য করতে চাই না- তবে ব্রিটিশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গুছিয়ে যুক্তি দিয়ে বক্তব্য তুলে ধরতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম, খুব কম মুসলমানকে বলতে শোনা যায় 'আমি একইসঙ্গে ব্রিটিশ, মুসলমান এবং লন্ডনবাসী- তা নিয়ে আমি গর্বিত।'

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন হাজারো ইসরায়েলি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন হাজারো ইসরায়েলি। শনিবার (৪ মে) রাতে তেল আবিবের বিভিন্ন সড়কে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। তারা জিম্মিদের মুক্ত করতে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে চুক্তি করার দাবি জানাচ্ছেন।
জানা গেছে, তেল আবিবের মতো জেরুজালেমেও নেতানিয়াহু ও তার সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। জেরুজালেমে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এ সময় তারা প্যারিস স্কয়ারে জড়ো হন। সেখান থেকে পরবর্তীতে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। জেরুজালেম থেকে দুইজনকে গ্রেফতারও করা হয়। বিক্ষোভাকারীরা তেল আবিবের বিভিন্ন সড়ক আটকে দিয়েছিলেন। তবে সড়কে অবস্থান শেষে তারা আবার চলে যান। এরপর সেগুলো গাড়ি চলাচলের জন্য আবারও স্বাভাবিক হয়। এদিকে, দেশে দেশে ইসরায়েলি বিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মিসর, ফ্রান্স ও ইতালির মতো দেশে এই বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে পুলিশের গুলি

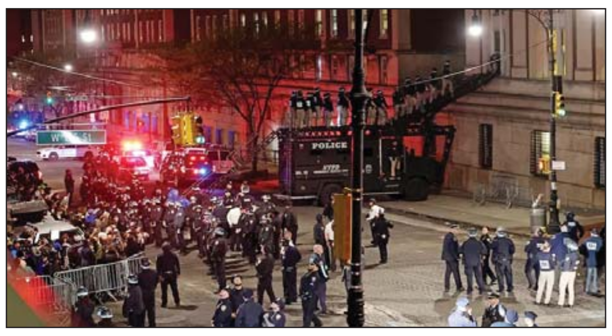

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে ৩৬ একর জায়গাজুড়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে মার্কিন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংঘর্ষ, পুলিশি অভিযান, গ্রেফতার, বহিষ্কার কোনো কিছুই আটকাতে পারেনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের।
এমনকি শনিবার রাতে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলিও ছুড়েছে পুলিশ, তবে এতে কেউ আহত হননি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের বরাতে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন থেকে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে গিয়ে ঘটনাচক্রে একজন পুলিশ সদস্য গুলি ছুড়েছেন। পাশের একটি দেয়াল থেকে গুলিটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানায়, মূলত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানহাটন ক্যাম্পাস কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিক্ষোভকারীদের সরাতে আসে পুলিশ। সে সময় একজন পুলিশ সদস্যের অস্ত্র থেকে দুর্ঘটনাবশত গুলি বের হয়। তবে এতে কেউ আহত হননি। পরবর্তীতে সেই ক্যাম্পাস থেকে শখানেক বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে গত ১৭ এপ্রিল প্রথম আন্দোলনে নামেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউইয়র্ক ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা। এরপর দেশটির ৪৫টি অঙ্গরাজ্যের প্রায় ১৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীদের সরাতে গেলে পুলিশের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিতে থাকে শিক্ষার্থীরা। তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবাইকে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তবে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীসহ কিছু প্রতক্ষদর্শীদের অভিযোগ ছিল, পুলিশের আচরণ ছিল আক্রমণাত্মক। যদিও নিউইয়র্ক পুলিশ এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জানা গেছে, ইতোমধ্যে দুই হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্নাতক চূড়ান্ত সেমিস্টারের পরীক্ষার আর কয়েক সপ্তাহ বাকি রয়েছে। এই সময়ে সীমিত পরিসরে ক্যাম্পাস খোলা থাকবে এবং সকল পরীক্ষা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।

এপ্রিলে দেশটিতে ৫৯ দশমিক ৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এটি এই মাসের গড় বৃষ্টিপাত ২২ দশমিক ৫ মিলিমিটারের চেয়ে 'অনেক বেশি'।
১৯৬১ সালের পর এবার এপ্রিলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বজ্রপাত ও বন্যায় ঘরবাড়ি ধসে কমপক্ষে ১৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইসরায়েলে বন্ধ আল জাজিরা, সরঞ্জাম জব্দের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: গাজায় সাত মাস ধরে চলা সহিংসতায় আল জাজিরার ভূমিকাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছে ইসরায়েল। ফলে সাময়িকভাবে আল জাজিরা বন্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইসরায়েলের সংসদ একটি আইন পাস করা হয় এবং রোববার এর ওপর মন্ত্রিসভায় ভোট হয়।
এদিকে ইসরায়েলের এমন সিদ্ধান্তের ফলে আল জাজিরার সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের বিরোধ আরো বাড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এটি এমন এক সময় আল জাজিরাকে নিষিদ্ধ করছে, যখন কাতার গাজায় যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতার চেষ্টা করছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
এক্সে দেওয়া এক পোস্টে নেতানিয়াহু বলেন, আমার নেতৃত্বাধীন সরকার সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসরায়েলে উসকানিমূলক চ্যানেল আল জাজিরা বন্ধ করে দেওয়া হবে।
আরেকটি পোস্টে ইসরায়েলের যোগাযোগমন্ত্রী শ্লোমো কারহি জানান, তিনি আল জাজিরার বন্ধের আদেশে সই করেছেন যা অবিলম্বে কার্যকর হবে। এছাড়াও আল জাজিরার ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, সার্ভার, ল্যাপটপ, মোবাইলসহ অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন যোগাযোগমন্ত্রী। এদিকে ইসরায়েলের অভিযোগ, আল জাজিরা পক্ষপাতিত্ব করে এবং এটি ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠন হামাসকে সহায়তা করছে। যদিও সংবাদমাধ্যমটি এই অভিযোগ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে সাত মাস ধরে চলা হামাস-ইসারায়েল যুদ্ধে গাজায় উপস্থিত আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর মধ্যে আল জাজিরা অন্যতম যারা বিমান হামলা এবং জনাকীর্ণ হাসপাতালের রক্তাক্ত দৃশ্য সম্প্রচার করেছে। একই সঙ্গে ইসরায়েলকে গণহত্যার জন্য সংবাদমাধ্যমটি অভিযুক্তও করেছে।

ইসরায়েল হবে বাইডেনের ভিয়েতনাম: বার্নি স্যান্ডার্স

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল নিয়ে ঢেঁকি গেলার মতো অবস্থায় পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ফিলিস্তিনের মুক্তির দাবিতে পথে নামছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শাস্তির মুখে পড়েও পিছু হটছেন না তারা। ওই সমস্ত শিক্ষার্থীর পড়াশোনার ব্যবস্থা তারা করে দেবে বলে বার্তা দিয়েছে হুথিরা।
শিক্ষার্থী-বিক্ষোভ এবং ভিন্ দেশের যুদ্ধে প্রচুর খরচের প্রশ্নে নির্বাচনের আগে সব মিলিয়ে বেশ বিপাকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এর মধ্যে ফিলিস্তিনপন্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স বলেছেন, 'বাইডেনের ভিয়েতনাম' হয়ে উঠতে পারে ইসরায়েল।
তিনি এক সাক্ষাৎকারে বাইডেনের তুলনা করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসনের সাথে, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে শিক্ষার্থী-বিক্ষোভের জেরে ১৯৬৮ সালে পুনর্নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এবার ইসরায়েল নিয়েও নিজের অবস্থানের জন্য যুব সম্প্রদায় ও ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশের সমর্থন খুইয়ে বাইডেন হেরে যেতে পারেন আগামী নভেম্বর মাসের নির্বাচনে। এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স।
হুথি পরিচালিত সানা ইউনিভার্সিটির এক কর্মকর্তা বলেন, ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন যারা, তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনের পাশে এই লড়াইয়ে যত রকমভাবে থাকা সম্ভব, আমরা রয়েছি। নির্দিষ্ট ইমেল-ঠিকানা দিয়ে সানা ইউনিভার্সিটির সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।
গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-হামাস সংঘাত শুরুর হওয়ার পরই সরাসরি ফিলিস্তিনের হামাসের পাশে দাঁড়ায় পশ্চিম এশিয়ার বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংগঠন। তার মধ্যে ইয়েমেনের হুথি অন্যতম। তারা লোহিত সাগরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নৌপথে হামলা শুরু করে। গত কয়েক সপ্তাহে আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে দু'হাজার চার শতাধিক বিক্ষোভকারী গ্রেফতার হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুদ্ধ বন্ধ ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো চুক্তি করবে না হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ শেষ হওয়া ছাড়া কোনো ধরনের যুদ্ধবিরতিতে তারা রাজি হবে না বলে জানিয়েছে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস।
হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা শনিবার গভীর রাতে জানিয়েছেন, হামাস গাজায় যুদ্ধবিরতির এমন কোনো প্রস্তাবে 'কোনোভাবেই একমত হবে না' যেটাতে স্পষ্টভাবে যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমাপ্তির কথা অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হামাসের ওই কর্মকর্তা 'গাজায় আগ্রাসন বন্ধের বিষয়টি যুক্ত না করে' কেবল ইসরায়েলি বন্দী মুক্তির ইসরায়েলি প্রচেষ্টার নিন্দাও করেছেন।
হামাসের ওই কর্মকর্তা বলেছেন, হামাস কোনো অবস্থাতেই এমন চুক্তিতে সম্মত হবে না যেটাতে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের বিষয় স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান এবং সমগ্র গাজা উপত্যকা থেকে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার ছাড়া কোনো চুক্তিই হবে না।
জানা গেছে, সম্ভাব্য একটি চুক্তির প্রস্তাবের বিষয়ে হামাসের জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে মিশর, কাতার এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকারীরা। এই চুক্তি হলে ৪০ দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং ইসরায়েলি কারাগারে ফিলিস্তিনিদের বন্দীদের সাথে গাজায় আটক বন্দীদের বিনিময় করা হবে। হামাস কর্মকর্তা শনিবার গভীর রাতে জানিয়েছেন, 'কোনো ধরনের অগ্রগতি' ছাড়াই এদিনের আলোচনা শেষ হয়েছে।
ওই কর্মকর্তা বলেছেন, হামাস এই চুক্তিটিতে 'সম্পূর্ণ এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির চুক্তি' বলে একটি সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করেছে এবং ইসরায়েল এখন পর্যন্ত এই বিষয়টি মানেনি।
এর আগে ইসরায়েলের উচ্চ-পর্যায়ের এক কর্মকর্তা শনিবার বলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটানোর যে দাবি হামাস করছে, তা '(যুদ্ধবিরতির বিষয়ে) চুক্তিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।
সংবাদমাধ্যম এএফপি বলছে, হামাস ও ইসরায়েলের দুই কর্মকর্তার বক্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এলো যখন- প্রায় সাত মাসের যুদ্ধে প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে শনিবার হামাসের আলোচকরা মিশরে গেছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১০ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৩	৫.০০
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.১০	
এশা	৭.২৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

রাশিয়ার ওয়ান্টেড অপরাধী তালিকায় জেলেনস্কি

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে তার নাম 'ওয়ান্টেড' অপরাধীর তালিকায় যুক্ত করেছে রাশিয়া। শনিবার রুশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েসবাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাশিয়ার ক্রিমিনাল কোডের একটি ধারায় জেলেনস্কি ওয়ান্টেড। ওয়েবসাইটে জেলেনস্কির পূর্ণ নাম এবং ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া তার জন্মস্থান এবং জন্ম তারিখও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন অভিযোগে তাকে ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়নি।

রাশিয়ার সাথে সম্ভাব্য সংঘাতের প্রস্তুতি নিচ্ছে ন্যাটো: মস্কো

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সীমান্তের কাছে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর চার মাস ধরে চলা দীর্ঘ সামরিক মহড়া প্রমাণ করে এই জোট রাশিয়ার সাথে সম্ভাব্য সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শনিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা স্টিডফাস্ট ডিফেন্ডার নামে ন্যাটো জোটের মহড়ার প্রেক্ষাপটে এমন মন্তব্য করেছেন। ন্যাটো অভিযোগ করেছিল, রাশিয়া তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে হাইব্রিড আক্রমণে নিযুক্ত। রুশ মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এটি জোটের কার্যক্রম থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে বিভ্রান্তিকর 'ভুল তথ্য'।
ন্যাটোই ইউক্রেনকে অস্ত্র, বুদ্ধিমত্তা ও অর্থ দিয়ে সমর্থন করে রাশিয়ার সঙ্গে একটি হাইব্রিড যুদ্ধ চালিয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেন তিনি। তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, এই মুহূর্তে কোল্ড ওয়ারের পর ন্যাটোর সবচেয়ে বড় মহড়া স্টেডফাস্ট ডিফেন্ডার রাশিয়ার সীমান্তের কাছে সংঘটিত হচ্ছে। তাদের দৃশ্যকল্প অনুযায়ী, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জোটের পদক্ষেপগুলোতে হাইব্রিড, প্রচলিত অস্ত্রসহ সব অস্ত্র ব্যবহার করে অনুশীলন করা হচ্ছে। রুশ মুখপাত্র বলেন, আমাদের স্বীকার করতে হবে, ন্যাটো আমাদের সঙ্গে একটি 'সম্ভাব্য সংঘর্ষের' জন্য গুরুত্বসহকারে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৮০ বছরের রেকর্ড ভেঙে ব্রাজিলে বন্যা, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৭

আপনজন ডেস্ক: টানা কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে সৃষ্ট বন্যায় ব্রাজিলের দক্ষিণ রাজ্য রিয়ো গ্রান্দে দোসুল তলিয়ে গেছে। প্রবল বৃষ্টিপাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে গতকাল শুক্রবার (৪ মে) জানানো হয়, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।
জানা যায়, এ বারের বিপর্যয় ১৯৪১ সালের ভয়ঙ্কর বন্যাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। রিয়ো গ্রান্দে দো সুল ছাড়াও দক্ষিণাংশের কয়েকটি শহরে জলস্তর ১৫০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। রিয়ো গ্রান্দে দো সুল-এর নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শহরের ৬৮ জন বাসিন্দা এখনও নিখোঁজ রয়েছে। এবং কমপক্ষে ২৪ হাজার মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছেন। উরুগুয়ে এবং আর্জেন্টিনার সীমান্তবর্তী রাজ্যের ৪৯৭টি শহরে অর্ধেকেরও বেশি অংশ ঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে সান্তা মারিয়া নদীর জল। ভেসে গিয়েছে নদীর ওপরে থাকা সেতুটিও। রাজধানী পোর্তো অ্যালেগ্রির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া গুয়াইবা নদীর তীরেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্যের গভর্নর এদোয়ার্দো লেইতে বলেছেন, 'আগামী কয়েক দিনে আমরা অন্যান্য এলাকায় পৌঁছতে সক্ষম হব।

কেনিয়ায় ভয়াবহ বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২৮

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় ভারী বর্ষণের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে ২২৮ জনে পৌঁছেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে গত কয়েকদিনে প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটেছে বলে আজ রবিবার (৫ মে) দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিপাতে কেনিয়াজুড়ে ব্যাপক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। দেশটিতে মে মাসে আরও খারাপ আবহাওয়া পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বন্যায় আরও নিচু, নদী তীরবর্তী এলাকা ও শহরাঞ্চল প্লাবিত হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এ সময় খাড়া ঢালু, উঁচু পাহাড় ও গিরিখাত এলাকায় ভূমিধস অথবা কাদা ধস ঘটতে পারে।
বন্যায় পূর্ব আফ্রিকার বৃহত্তম অর্থনীতির এই দেশটিতে অনেক বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সেতু এবং অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈরী আবহাওয়ায় আরও কমপক্ষে ১৬৪ জন আহত ও ২ লাখ ১৩ হাজার ৬৩০ জন বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১২২ সংখ্যা, ২৩ বৈশাখ ১৪৩১, ২৬ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শাসনতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্র

শাসনতন্ত্র হিসাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ‘সাম্যবাদ’ ও ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দ দুইটি যেমন মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি একুশ শতকে আসিয়া বৈশ্বিক রাজনীতির উঠানে ‘গণতন্ত্র’ শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা, বিবৃতি, পত্রিকার পাতা কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিন গণতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার হয় সহস্রাধিক বার। অবশ্য ইহার যথার্থ কারণও রহিয়াছে।

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আমাদের সামনে যতগুলো শাসনতন্ত্র বা নিয়মতন্ত্র রহিয়াছে তাহার মধ্যে গণতন্ত্রকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সক্রিয় ভূমিকা থাকিবার কারণে স্বচ্ছতার মানদণ্ডে গণতন্ত্র যতটা ফলপ্রসূ, একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ইহা ততটাই দুর্বল। কারণ এইখানে ম্যানিপুলেশন বা প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সুযোগ রহিয়াছে।

যে কোনো উপায়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে তাহাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা গণতন্ত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আর এই হুমকি ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে।

ইহার সহিত দরিদ্রতা ও নিরক্ষরতা যেইখানে বিদ্যমান, সেইখানে গণতন্ত্র সবচাইতে অধিক দুর্বল। ইহার কারণে উন্নত বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে গণতন্ত্রের এমন খারাপ অবস্থা দেখা যাইতেছে।

এই সমস্ত দেশে ক্ষমতার গদিতে আসন গ্রহণ করিবার জন্য কতিপয় নেতা দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ভোট প্রদানের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালান এবং অনেকাংশে সফলও হন।

জনসাধারণের অভিমত পরিবর্তনের এই সমস্যা এতদিন উন্নয়নশীল দেশসমূহেই লক্ষ করা যাইত; কিন্তু এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবনীয় কার্যক্ষমতার কারণে উন্নত বিশ্বেও জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মতামত পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

গত সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গণতন্ত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজক দেশের প্রেসিডেন্ট উইন সুক ইয়েল বলিয়াছেন–‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া তৈরি ভুয়া খবর ও অপতথ্য গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে।’ উন্নয়নশীল দেশসমূহে, যেইখানে ইতিমধ্যে গণতন্ত্রের করুণ অবস্থা লক্ষ করা যায়, সেইখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন অপব্যবহার আরও মারাত্মক সমস্যা তৈরি করিতে পারে।

উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বলেন, ‘ইতিমধ্যে স্বৈরাচারী ও নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা মানবাধিকার ও গণতন্ত্র ক্ষুন্ন করিবার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করিয়াছে।’ তাই ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আদর্শ টিকাইয়া রাখিবার জন্য এই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আমাদেরকে নিশ্চিত করিতে হইবে।

গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ বিদ্যমান অন্যান্য বিষয়ের সহিত ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেন আরও শক্তিশালীরূপে আবির্ভূত না হয়, সেই ব্যাপারে আমাদের এখনই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রযুক্তিগত হুমকি নিবারণ করিয়া, এই প্রযুক্তিকেই কীভাবে গণতন্ত্র ও সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রসারে কাজে লাগানো যায়, তাহার অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য হউক।

●●●●●●●●●●●●

সিপিএম ও কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিত্বের রাজনীতিতে কি অস্তিত্বের সংকটে

এবার পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে রাজ্য রাজনীতিতে অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হবে। দেশে গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে দিল্লির কুর্সি কার দখলে, সে চর্চা শুরু হয়েছে। ভারতের পার্লামেন্টে কোন দল সরকার গঠন করবে, সেই নিয়ে চলছে ব্যাপক চর্চা ও গোটা দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। একদিকে ইন্ডিয়া জোট, অন্যদিকে এনডিএ জোট। এনডিএ জোটের বিজেপি একক শক্তিশালী হিসাবে ক্ষমতায় আসার কথায় প্রচার হচ্ছে বেশি করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠনও হতে পারে এমন সম্ভাবনায় অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছেন। লিখেছেন **শেখ মফেজুল**।

এবার পশ্চিমবাংলায় সংসদীয় নির্বাচনে সিপিএম, কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে রাজ্য রাজনীতিতে অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হবে। দেশে গণতন্ত্রের উৎসব শুরু হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে দিল্লির কুর্সি কার দখলে, সে চর্চা শুরু হয়েছে। ভারতের পার্লামেন্টে কোন দল সরকার গঠন করবে, সেই নিয়ে চলছে ব্যাপক চর্চা ও গোটা দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। একদিকে ইন্ডিয়া জোট, অন্যদিকে এনডিএ জোট। এনডিএ জোটের বিজেপি একক শক্তিশালী হিসাবে ক্ষমতায় আসার কথায় প্রচার হচ্ছে বেশি করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠনও হতে পারে এমন সম্ভাবনায় অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছেন।

এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দেশের অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আঞ্চলিক দলের জোট হলেও, পশ্চিমবাংলায় সেই জোট হয়নি। কারণ একটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ রাজ্যে কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্যান্য দলকে তৃণমূল কংগ্রেস অস্তিত্বহীন বলে মনে করেন। সেই কারণেই রাজ্যে জোট হয়নি। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস এই জোট শিকার করেননি ফলে এখানে সিপিএম বা কংগ্রেসের কোন অস্তিত্ব আছে বলে তৃণমূল মনে করে না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের কোন জনপ্রতিনিধি এই নির্বাচনে যদি জয়ী না হতে পারে, সেটা অঙ্কের ভাষায় প্রমাণিত হয়ে যাবে যে তৃণমূল যা বলেছিল তা সত্যি।

এখন কথা হচ্ছে এই দল দুটো প্রথম পর্বে কংগ্রেস ২৫ বছর এবং সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও গত বিধানসভায় তাদের একজনও জনপ্রতিনিধি জয়ী হতে পারেনি। সেই হিসেবে সামগ্রিক চিত্রে যথার্থভাবেই এখানে কংগ্রেস এবং সিপিএম অস্তিত্বহীন। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনে গোটা রাজ্যের কোথাও যদি একজনও জয়ী হতে না পারে, তাহলে আরো একবার প্রমাণিত হয়ে যাবে যে এই রাজ্যে তৃণমূলই একমাত্র শক্তিধর, বিরোধী বলতে আর কেউ নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বিধানসভায় যারা একমাত্র বিরোধী দল সেটা হল বিজেপি, আর একজন বিধায়ক আই এস এফ। সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে বিধানসভায় বিরোধী দল আইএসএফ ছাড়া বিজেপির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বিরোধিতা যা হয়, সেটা নাটকীয় ঘটনা বলেই সকলে স্বীকার করেন।

এই লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বা সিপিএমের একজনও জয়ী হতে না পারেন, তাহলে পার্লামেন্টে এই দুটো দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আর কেউ থাকলো না। এ রাজ্যে সব থেকে বিস্ময়কর বিষয় হল, এই দুটো দলের যারা মূল দায়িত্বে আছেন, একজন হলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী, অন্যজন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোঃ সেলিম। দুজনই এখন এ রাজ্যের অন্যতম মুখ ও দলের প্রধান চালিকা শক্তি। আর তারা লড়াই করছে মুর্শিদাবাদ জেলার দুটো কেন্দ্রে। ফলে এবারের পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুর লোকসভা হচ্ছে পাখির চোখ। যারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই রাজ্যে রাজত্ব করলেন, শাসক হিসেবে ক্ষমতায় থাকলেন, জনমানস তাদের কাছ থেকে মুখ ফেরাতেই পারেন। এবং তারা ক্ষমতায় না থাকতে পারেন, কিন্তু তাই বলে জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে শূন্য হয়ে যাবে, এটা গণতান্ত্রিক নিয়মে একই বারে অস্বাস্থ্যকর, বেমানান। রাজ্যে সিপিএম এবং কংগ্রেসকে জেতার জন্য এই দুটো কেন্দ্রই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি এই দুজন ব্যক্তি এবারে নির্বাচনে জয়ী হতে না পারেন, আর অন্য কোথাও জয়ী হবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে না। ফলে মমতার কথা যেমন সত্য প্রমাণিত হবে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এই দুটো দল মমতার ভাষায় অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে যাবে। ফলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের ময়দানে দুজনকে থাকতেই হবে। ভারতের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসের যে মর্যাদা, সেই মর্যাদার অধিকারী হিসাবে পশ্চিমবাংলায় দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার সুবাদে দলটি ২০২৪ সালে যদি একজনও সংসদীয় প্রতিনিধি পাস করতে না পারেন, তাহলে জানতে হবে এ দলের আগামী ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই সঙ্গে ৩৪ বছরের ক্ষমতায় থাকা দাপটে সিপিএম দলের অন্যতম মুখ মোহাম্মদ সেলিমও জয়ী হতে না পারেন, তাহলে জনমানস নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রবিন্যাসে তাদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে। ফলে এবারের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় সকলের দৃষ্টি এবার নিক্ষেপ করছে মুর্শিদাবাদ জেলাতে।

এখন কথা হচ্ছে এই দল দুটো প্রথম পর্বে কংগ্রেস ২৫ বছর এবং সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও গত বিধানসভায় তাদের একজনও জনপ্রতিনিধি জয়ী হতে পারেনি। সেই হিসেবে সামগ্রিক চিত্রে যথার্থভাবেই এখানে কংগ্রেস এবং সিপিএম অস্তিত্বহীন। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনে গোটা রাজ্যের কোথাও যদি একজনও জয়ী হতে না পারে, তাহলে আরো একবার প্রমাণিত হয়ে যাবে যে এই রাজ্যে তৃণমূলই একমাত্র শক্তিধর, বিরোধী বলতে আর কেউ নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বিধানসভায় যারা একমাত্র বিরোধী দল সেটা হল বিজেপি, আর একজন বিধায়ক আই এস এফ। সংখ্যা তত্ত্বের বিচারে বিধানসভায় বিরোধী দল আইএসএফ ছাড়া বিজেপির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্বাচনে জেতার জন্য জনমানসে কি রসায়ন কাজ করছে, তা নিয়েও চুলচেরা বিশ্লেষণ হওয়া দরকার। তবে এ কথা জানানো প্রয়োজন যে কালের নিয়মে ইতিহাস কাউকে রেয়াত করে না। বহরমপুর কেন্দ্রের সাতবারের জয়ী বামফ্রন্ট তথা আরএসপির ত্রিদিব চৌধুরীও একসময় কংগ্রেসের কাছেই পরাজিত হয়েছেন। এটা কালের নিয়ম হলে পাঁচবারের জয়ী কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরীও কালের নিয়মে পরাজিত হবে, সে কথা ঐতিহাসিকভাবে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, নির্বাচনের প্রচার সমাবেশের মধ্যেই অধীর রঞ্জন চৌধুরী তৃণমূলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্য জনসমাবেশে বলেছেন, তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার থেকে বিজেপিকে ভোট দেওয়া অনেক ভালো। এ কথার প্রসঙ্গ টেনেই তৃণমূল প্রমাণ করবে যে, তলে তলে বিজেপির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে, আজ তা প্রমাণিত।

অন্যদিকে মোহাম্মদ সেলিমের সঙ্গে জোট বাধা কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা উদগীব হয়ে আছেন, যে কোন প্রকারে তৃণমূলকে পরাজিত করতেই হবে। অন্যদিকে তৃণমূল চাই যে, কংগ্রেস বিজেপিকে সহায়তা করছে, সেই সুবাদে তারাই ক্ষমতা ধরে রাখবে। আবু তাহের খান পার্লামেন্টে গিয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে যেভাবে উন্নয়নের জন্য সোচ্চার হওয়ার দরকার ছিল, তা তিনি করেননি। তার উন্নয়ন প্রসঙ্গে সে ভাবে নজির সৃষ্টি করতে পারেননি, চারিদিকে এমনই চর্চা হচ্ছে, জনমত তৈরি হয়েছে। তারপরও উন্নয়নের সাফল্য, মমতার নানা রকম প্রতিশ্রুতির ফলে তৃণমূলের দিকেই ভোট ব্যাংক ঝুঁকে আছে।

আরও একটা কথা উল্লেখ করতে হয় যে, যদি পার্লামেন্টে ক্ষমতায় ইন্ডিয়া জোট আসে, তাহলে এ রাজ্য থেকে অন্তত কয়েকজন মন্ত্রিত্ব পাবেই। সেই নিরিখে তৃণমূল দলও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী হিসাবে মন্ত্রিত্ব পাবে। অন্য দিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে বা লড়াইকু নেতা হিসেবে অধীর চৌধুরী জয়ী হলে তাকে অবশ্যই মন্ত্রিত্ব দিতে হবে। এবং জোট সঙ্গী সিপিএমের লোকসভার অন্যতম মুখ মোহাম্মদ সেলিম জয়ী হলে তাকেও মন্ত্রীত্ব দিতে হবে। এখন সময়ই বলবে মুর্শিদাবাদের দুই কেন্দ্রের কংগ্রেস ও সিপিএম জয় সুনিশ্চিত করতে কতখানি এগিয়ে। এই দুজন বাদে রাজ্যের অন্য কোথা থেকে কংগ্রেস বা সিপিএমের কেউ জয়ী হলেও তারা যেমন অন্যতম মুখ হবেন না, পাবেন না কোন মন্ত্রিত্ব। ফলে ইন্ডিয়া জোট নয়, রাজ্য রাজনীতিতে দলের জনপ্রতিনিধিত্ব হিসাবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই এই দুজনের জয়ী হওয়া খুব জরুরী। এখন সময়ই বলবে তারা জয়ী হচ্ছেন, না ইতিহাসের কালের প্রেক্ষিতে তারা হারিয়ে যাচ্ছেন।

সিএনএন জরিপে ট্রাম্প এগিয়ে

জেনিফার অগিয়েস্তা

এসএসআরএসের (এসকিউএল সার্ভার রিপোর্টিং সার্ভিসেস বা সংক্ষেপে এসএসআরএস হচ্ছে মাইক্রোসফটের সার্ভার-ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরিকারী সফটওয়্যার সিস্টেম) সহযোগিতায় ১৮ থেকে ২৩ এপ্রিল অনলাইনে ও টেলিফোনের মাধ্যমে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সিএনএন এক জরিপ চালিয়েছে। জরিপে অংশ নেন ১ হাজার ২১২ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক। জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে কিছুটা পেছনে পড়ে গেছেন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। জরিপের বিভিন্ন দিক নিয়েই মূলত এই লেখা।

জরিপে দেখা গেছে, হোয়াইট হাউজে নতুন মেয়াদে ফেরার ক্ষেত্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। বেশির ভাগ আমেরিকান মনে করেন, শাসনামলের তুলনা করলে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের কাল সফল ছিল। অন্যদিকে, মার্কিন জনগণের একটি বড় অংশ মনে করছে, বাইডেন প্রশাসনকে এখন পর্যন্ত ব্যর্থই বলতে হয়।

জরিপে নিবন্ধিত মার্কিন ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থনের তেমন একটা হেরফের হয়নি। দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে–৪৯ শতাংশ। তবে এক্ষেত্রে ২ শতাংশ নিবন্ধিত ভোটারের সমর্থন হারিয়েছেন বাইডেন। এই জরিপে বাইডেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪৩ শতাংশ ভোটার। এ বছরের শুরুতে এই হার ছিল ৪৫ শতাংশ। একটু পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশ আমেরিকান এখন বলছেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পকে তারা সফল বলে মনে করেন। এর বিপরীতে ৪৪ শতাংশ আমেরিকানের মন্তব্য, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প ‘ব্যর্থ’। আরো একটু পেছনে ফিরে তাকানো যাক। ২০২১ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। তখনো হোয়াইট হাউজে ছিলেন ট্রাম্প। এরপর ঘটে ৬ জানুয়ারি ইউএস ক্যাপিটল হিলে হামলার ঘটনা। ঐ সময় চালানো এক জরিপে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশ আমেরিকানের মত ছিল, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প ‘ব্যর্থ’। বর্তমানে ৬১ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন ‘ব্যর্থ’। ৩৯ শতাংশের মত, তিনি সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। বাইডেনের ক্ষেত্রে পেছনে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে ৫৭ শতাংশ আমেরিকান বাইডেন প্রশাসনকে ব্যর্থ হিসেবে মনে করত। ঐ সময় ৪১ শতাংশের মত ছিল, বাইডেন ‘সফল’। বাইডেন বনাম ট্রাম্প জরিপের এই ফলাফল রিপাবলিকানদের জন্য ভালো খবর স্বাভাবিকভাবেই। এখন তারা এই জরিপের ফলাফল সামনে রেখে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবেন বলেই ধরে নিতে হবে। নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় মার্কিন ভোটারদের তারা বোঝাতে চাইবেন–ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে রিপাবলিকানরাই এগিয়ে, তথা বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্পই সফল প্রেসিডেন্ট। জরিপে আরেকটা তাত্পর্যপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে। উভয় দল তাদের পছন্দের প্রার্থীর ওপর কতটা আস্থা রাখছে, তার একটা ধারণা পাওয়া গেছে। জরিপে উঠে এসেছে, ৯২ শতাংশ রিপাবলিকান ট্রাম্পের শাসনামলকে সফল বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, মাত্র ৭৩ শতাংশ ডেমোক্র্যাট বলেছেন, বাইডেন এখন পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। স্বতন্ত্র ভোটাররা (যারা রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট কাউকেই সমর্থন করেন না) দুই প্রেসিডেন্টকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা-ও জানা গেছে জরিপে। দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্রদের মধ্যে ৫১ শতাংশ মনে করেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প সফল ছিলেন। এর বিপরীতে মাত্র ৩৭ শতাংশ বাইডেনকে ‘সফল’ বলছেন। দুই প্রেসিডেন্টের

কাউকেই চান না কত শতাংশ আমেরিকান, সেই চিত্রও উঠে এসেছে জরিপের ফলাফলে। ১৪ শতাংশ আমেরিকান বলেছেন, দুই প্রেসিডেন্টকেই ‘ব্যর্থ’ বলে মনে করেন তারা। ৮ শতাংশের অভিমত, উভয়েই ‘সফল’। উল্লেখ করা দরকার, জরিপের ফলাফলে সচরাচর এগিয়ে থাকতে দেখা যায় সাবেক প্রেসিডেন্টকেই। সাবেক প্রশাসকের প্রতিই সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। যদিও আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে নির্বাচনে পরাজয়ের পর আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করতে দেখা যায়নি কোনো সাবেক প্রেসিডেন্টকে। যাহোক, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা কোনগুলো, তা উঠে এসেছে জরিপে। জরিপে ৬০ শতাংশ আমেরিকান বাইডেনের নীতিমালা ও কার্যক্রমে ‘ডিসাপ্রুভাল’ (অসম্মতি) জানিয়েছেন। বাকি ৪০ শতাংশ মনে করেন, তিনি তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন। শাসনকালে বাইডেন প্রশাসনের সমালোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা এবং শিক্ষার্থীদের ঋণের ব্যবস্থাপনার মতো ইস্যু। এ দুই ইস্যুতে বাইডেনের নীতি যথাক্রমে ৪৫ ও ৪৪ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছে। ওপরের বিষয়গুলো ছাপিয়ে বাইডেনের প্রতি আমেরিকানদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হয়ে উঠেছে আর্থিক ইস্যু। ৩৪ শতাংশ আমেরিকান মনে করেন, বাইডেনের জমানায় মার্কিন অর্থনীতি ‘ভালো’ আছে। একইভাবে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাইডেন প্রশাসন কতটা সফল–এমন প্রশ্নে মাত্র ২৯ শতাংশ সম্মতি জানিয়েছেন বাইডেনের নীতিমালার ওপর। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাইডেনের প্রতি আমেরিকানদের এহেন আস্থাহীনতা অবাক করার মতোই! একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো, এই নির্বাচনে ভোটাররা অর্থনীতিকে বড় ইস্যু হিসেবে দেখতে চাইছেন। নিবন্ধিত ভোটারদের ৬৫ শতাংশ অর্থনীতিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। ২০২০ সালে এই হার ছিল মাত্র ৪০ শতাংশ। তারও আগে ২০১৬ সালে ৪৬ শতাংশ ভোটারের কাছে ‘অর্থনীতি’ গুরুত্ব পেয়েছিল। জরিপে ৭০ শতাংশ আমেরিকান দাবি করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ। এই দলে অবশ্য বেশির ভাগই রিপাবলিকান সমর্থক। তাদের বক্তব্য, অর্থনীতির এই বেহাল অবস্থা পরিবর্তনের চেয়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনই বেশি সুফল বয়ে আনতে পারে। এমন চিন্তা করা প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন (৪১ শতাংশ) মনে করছেন, ওয়াশিংটনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটলে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে আসার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে, যাতে করে অর্থনীতির পরিবর্তন সহজ হয়ে উঠবে। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জন রিপাবলিকান (৬১ শতাংশ) বলছেন, অর্থনীতি খারাপ অবস্থায় নিপতিত। এই অবস্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তন জরুরি। এতে করে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে, যা অর্থনৈতিক উত্তরণে সহায়তা করবে। অর্থনীতির পাশাপাশি গণতন্ত্রকেও অন্যতম ইস্যু হিসেবে দেখছেন মার্কিন ভোটাররা। জরিপে দেখা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচনে ৫৮ শতাংশ ভোটার গণতন্ত্র রক্ষাকে ‘একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু’ বলে অভিহিত করেছেন।

যাহোক, এই বছরের নভেম্বরে যে মার্কিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে নিবন্ধিত ভোটারদের বড় একটা সংখ্যা বাইডেন ও ট্রাম্প উভয়ের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন বলে জানিয়েছেন। নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে এই সংখ্যা ১৭ শতাংশ। এই ভোটাররা অন্য কাউকে তথা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দেবেন বলে ধরে নিতে হবে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প ও বাইডেন ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ও কর্নেল ওয়েস্ট এবং গ্রিন পার্টির প্রার্থী জিল স্টেইনের ব্যাপারেও জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪২ শতাংশ, বাইডেনের প্রতি ৩৩ শতাংশ, কেনেডির প্রতি ১৬ শতাংশ, ওয়েস্টের প্রতি ৪ শতাংশ এবং স্টেইনের প্রতি ৩ শতাংশ আমেরিকান সমর্থন জানানোর কথা বলেছেন। মূল লড়াই যেহেতু হবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যে, তাই এ দুই প্রার্থীর দিকেই সবার দৃষ্টি রয়েছে। জরিপে বিভিন্ন ইস্যুর বিচারে বাইডেন বেশ পিছিয়ে পড়লেও একটা জায়গায় ট্রাম্প পেছনে পড়ে গেছেন বেশ খানিকটা। ৩৫ বছরের কম বয়সি ভোটারদের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ৫১ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে গেছে। ওপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্র্যাট দলের নেতা জো বাইডেনের চেয়ে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফৌজদারি অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার পরও সমর্থন ধরে রেখেছেন তিনি। নির্বাচনি প্রচারাভিযানে বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার পেছনে অবশ্য মূল কারণ হিসেবে বাইডেন প্রশাসনের ‘ভুল গাজা নীতি’ গ্রহণ দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও আসল কথা হলো, নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফলে কে জিতবেন, আর কে হারবেন, তা আগে থেকে বলা কঠিন, বিশেষ করে তা যদি হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

লেখক: সিএনএন পোলিং ডিরেক্টর
সিএনএন থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

রাজ্যের সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমিকের ফলাফল

সংকলক: এম মেহেদি সানি

আল-আমীন মিশন, খলতপুর, হাওড়া
মোট পরীক্ষার্থী - ১৯৪৯ জন, উত্তীর্ণ - ১৯৪৯ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৪২৭ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৮৮৭ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১৮৯২ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং তার প্রাপ্ত নম্বর - সাকিল আহমেদ (৬৮০)

মামুন ন্যাশনাল স্কুল, মেমারী, বর্ধমান
মোট পরীক্ষার্থী - ৮৭ জন, উত্তীর্ণ - জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৪১ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৬৯ জন
স্টার মার্কস - ৮৩ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৮৭ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং তার প্রাপ্ত নম্বর - জেনিফা সবনম (৬৮৩)

রহমতে আলম মিশন, বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থী - ১৫৯ জন, উত্তীর্ণ - ১৫৯ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৩৪ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৬০ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১৫৩ জন
প্রথম স্থান অধিকারী ও তার প্রাপ্ত নম্বর - আশিক হোসেন গাজী (৬৭১)

নাবাবীয়া মিশন, মাইনান, খানাকুল, হুগলি
মোট পরীক্ষার্থীর - ৭৪ জন, উত্তীর্ণ -৭৪ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৪ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৬ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৬৪ জন
প্রথম স্থান অধিকারী : সুমাইয়া খাতুন প্রাপ্ত নাম্বার : ৬৩৬

পীস অ্যাকাডেমি, গাজল, মালদা
মোট পরীক্ষার্থী - ২৫৭, উত্তীর্ণ - ২৫৭
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৬ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১৭ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৫১ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং তার প্রাপ্ত নম্বর - আসিফ ইকবাল (৬৪৫)

ভয়েস পাবলিক স্কুল, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোট পরীক্ষার্থী - ২৮৭ জন, উত্তীর্ণ - ২৮৭ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১১ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৫৬ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ২৩৮ জন
প্রথম স্থান অধিকারী ও তার প্রাপ্ত নম্বর- মোহাম্মদ মাসুম শেখ (৬৪৪)

O2 পাবলিক স্কুল (উঃ মাঃ), রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
মোট পরীক্ষার্থী -১৭৩, উত্তীর্ণ - ১৭৩
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৯ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৩৬ জন
স্টার্স মার্কস - ১১২ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১৬৯ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং প্রাপ্ত নম্বর - রুবি হাসান তানিয়া (৬৬১)

হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থীর - ৩১ জন, উত্তীর্ণ - ৩১ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ০ জন
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৩ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ২২ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং তার প্রাপ্ত নম্বর - জাহিদুর ইসলাম (৬১২)

আল-মানার আদর্শ শিক্ষা শিবির, বসিরহাট, উ. ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থী -২৫, উত্তীর্ণ -২৫
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ০
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১ জন
স্টার্স মার্কস - ৪ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১৬ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং প্রাপ্ত নম্বর - আবু উবাইদ (৫৯৬)

আল্-হিলাল মিশন, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থীর - ৩২, উত্তীর্ণ - ৩২
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ০
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ১ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ২০ জন
প্রথম স্থানাধিকারী - টনি জোসেফ রহমান (৫৯৭)

ফ্রন্টপেজ একাডেমি, হাড়োয়া, উত্তর ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থী -৩৮, উত্তীর্ণ -৩৮
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ০
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৭
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৩৪ জন
প্রথম স্থান অধিকারীর নাম এবং প্রাপ্ত নম্বর - মেহেবুব ইসলাম (৬০১)

কনকর্ড একাডেমি, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা
মোট পরীক্ষার্থীর - ১১ জন, উত্তীর্ণ - ১১ জন
৯০% বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ০
৮৫ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ২ জন
৬০ % বা এর বেশি নম্বর পেয়েছে - ৯ জন
প্রথম স্থান অধিকারী এবং তার প্রাপ্ত নম্বর - সাঈদ মোল্লা (৬২২)

আলিমের সপ্তমকে সংবর্ধনা

আপনজন: আলিম পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করে শীতলপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মির্জা আলাউদ্দিন। মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওলামা বোর্ডের সম্পাদক মাওলানা রাকিব, মায়াপুর মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা ইসাহক, কামরুজ্জামান, আব্দুর রহিম, আবদুল্লাহ, বেলাল, আব্দুল হালিম, মহিউদ্দিন মিদ্দ প্রমুখ।

অধীর-সেলিমকে বিজেপির ‘দালাল’ বলে কটাক্ষ ফিরহাদের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আবু তাহের খানের সমর্থনে বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের উদ্যোগে বিধান সভার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ডোমকল জনকল্যাণ মাঠে ঐতিহাসিক জনসভা করলেন রাজ্যর পৌর ও নগরউন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সোনার পুর ও ডোমকল বিধান সভার বিধায়ক লাভলি মৈত্র ও জাফিকুল ইসলাম সহ প্রার্থী আবু তাহের খান ও একাধিক নেতৃত্ব।রবিবার ছিল তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচনের শেষ নির্বাচনী প্রচারের দিন আর সেই শেষ লগ্নে মেগা জনসভা করলেন ডোমকলের তৃণমূল নেতৃত্ব।এদিনের জনসভায় কর্মী সমর্থকরা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাজনা বাজিয়ে জনসভায় হাজির হয়েছিল হাজারে হাজারে দলীয় কর্মী সমর্থকরা।এদিনের মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন জীবন দিতে হলেও দিবো কিন্তু মেয়েদের মঙ্গল সূত্র হারাতে দিবো না।
বিজেপি কেও একাধিক ভাষায় আক্রমন করে বলেন আমাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়েছে বিজেপি তার পরেও মাথা নত করিনি বিজেপির কাছে আর কোনো দিন করবো না।দেশের দুর্নীতি নিয়ে মোদি কে আক্রমণ করে বলেন বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে একাধিক ব্যাবসিক ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায় তার জবাব চাই জনগণ চাই।
নাম না করে আমিত সাহ কে আক্রমন করে বলেন গত বিধান সভায় বাংলায় দুশো পার বলে ভাষণ দিচ্ছিলেন এবার চার শো পার বলে ভাষণ দিচ্ছে ,এবারও সেই ভাষণ বাস্তবায়িত হবে না।
অধীরকে দালাল বলে মন্ত্রী বলেন অধীর এর সব থেকে ভালো বন্ধু যোগী আদিত্যনাথ বলে আক্রমন করেন বিরহাদ।
ইন্ডিয়া জোট নিয়ে অধীর কে আক্রমন করে তিনি আরও বলেন অধীর নিজের গড় ধরে রাখার জন্য বামের সঙ্গে জোট করেছেন ইন্ডিয়া জোট কে বাদ দিয়ে তারা নিজ স্বার্থে মুর্শিদাবাদে জোট করেছে। এমনকি রাজ্যর একাধিক আসন তৃণমূলের জিতা আসনে তারা বাম কংগ্রেস মিলে প্রার্থী দিয়ে ইন্ডিয়া জোটের কাটা হয়ে দায়িয়েছে ,তাই অধীর সেলিম কে একটিও ভোট দেওয়া যাবে না।তারা নিজেদের স্বার্থে রাজনীতি করছে।বিদায়ী সাংসদ আবু তাহেরের কথা বলতে গিয়ে তার অসুস্থতার সময় কিভাবে মুর্শিদাবাদ বাসির জন্য কান্না করেছেন সেই কথাও তুলে ধরে এদিন বলেন যে হাসপাতালের বেড়ে সুয়েও জনগণের উন্নয়নের কাজ করে গেছেন।
বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম বিধান সভার মানুষের কাছে আবেদন করেন যেনো পুনরায় বিদায়ী সাংসদ আবু তাহের খান কে পুনরায় সংসদে পাঠানো যায় তার জন্য বিপুল ভোট দিয়ে জয়ী করতে হবে বলে আহ্বান করেন।বিধায়ক লাভলি মৈত্র তার গানের মাধ্যমে জোট প্রার্থী মোঃ সেলিম ও অধীর কে আক্রমণ করেন।

বৃষ্টির জন্য বিশেষ নামাজ কালিয়াচকে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বাইশমৌজা আঞ্জুমানে সিদ্দিকীয়া ইমাম ও মুয়াজ্জিন কমিটির উদ্যোগে সারাদেশে চলমান তীব্র তাপদাহ থেকে মুক্তি ও আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির আশায় কালিয়াচকের জালালপুর বাইশমৌজা ঈদগাহ ময়দানে সালাতুল ইস্তিখারা বা বৃষ্টির জন্য দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।
রবিবার সকাল ৯টার সময় খোলা আকাশের নিচে প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে এ নামাজ আদায় করেন। কমিটির ক্যাশিয়ার জনাব হাফেজ নুর ইসলাম বলেন, কুরআন-হাদিসের আলোকে আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তওবা করে ও ক্ষমা চেয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছি।স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকাল ৯ টার পর নানাবয়সী মানুষ নামাজের জন্য মাঠে হাজির হন। নামাজের ইমাম প্রথমে মুসল্লিদের উদ্দেশে বয়ান করেন এবং নামাজের নিয়মকানুন বলেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর খুতবা শেষে দুই হাত তুলে প্রচণ্ড গরম, তীব্র তাপপ্রবাহ ও খরা থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টি চেয়ে আল্লাহর কাছে বিশেষ মোনাজাত করেন।
বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রাক্তন সম্পাদক জনাব মাও মুফতি জুলফিকার আমিনী। কয়েকটি গ্রামের ধর্মপ্রাণ মুসল্লি নামাজে অংশগ্রহণ করেন এবং বৃষ্টি চেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তারা। উপস্থিত ছিলেন মাও জাসিমুদ্দিন সেখ আল জাফারী, হাফেজ সামিম আখতার, হাফেজ মাতিউর রহমান, মাও ইমদাদুল হক ব, হাফেজ আব্দুল মুক্তাদির সাহেব, হাফেজ হাসিদুর রহমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাই মাদ্রাসায় দ. ২৪ পরগনা জেলায় সম্ভাব্য প্রথম ইশানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতলা

আপনজন: হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৭১৫ পেয়ে সম্ভাব্য প্রথম স্থান অধিকার করেছে রহমানিয়া হাই মাদ্রাসা (বিষ্ণুপুর)-এর ছাত্রী ইশানা সেখ। অসচ্ছল পরিবারের ছাত্রী ইশানার কোনও প্রাইভেট টিউটর ছিল না। তার প্রাপ্ত নম্বর : বাংলা - ৮৪, ইংরাজি - ৯১, অঙ্ক - ৯৬, ভৌত বিজ্ঞান - ৯৪, জীবন বিজ্ঞান - ৮৬, ইতিহাস - ৮৭, ভূগোল - ৯৪, আরবি - ৮২ ও ইসলাম পরিচয় - ৮৩। ইশানার সাফল্যে খুশি এলাকার মানুষসহ মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সম্পাদক হাজি আফতাব উদ্দিন মল্লিক, প্রধান শিক্ষক সৈয়দ মজঃফর হোসেন ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা। বড় হয়ে শিক্ষক হতে চায় ইশানা। তার সাফল্যে তাকে শুভেচ্ছা জানান এলাকার বিধায়ক দিলীপ মন্ডল।

ইংরেজি নিয়ে গবেষণা করতে চায় সাবিকুন

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: সদ্য প্রকাশিত মাদ্রাসা বোর্ডের ফলাফলে ফাজিল তথা উচ্চমাধ্যমিকে গাবাটি সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রী সাবিকুন নাহার সারা রাজ্যের মধ্যে মেধাতালিকায় সম্ভব্য ১২ তম স্থান অধিকার করেছে । তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৩৭/৬০০। ফাজিল তথা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার সাফল্যে খুশি মাদ্রাসার শিক্ষক থেকে, স্থানীয় বাসিন্দারা। এই সাবিকুন আগামী দিনে ইংরেজি নিয়ে রাজ্যের প্রথম সারির কোন কলেজে পড়াশোনা করতে চায়। মেধা তালিকায় প্রথম দশে না থাকতে পেরে তার কিছু টা আক্ষেপ রয়েছে। কিন্তু সে থামবার পাত্রী নয়। সমস্যা নেই!জেদ ও লক্ষ্যে অবিচলতা তার আগামী পথ আরও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন ও ধারালো করবে। ওর খাতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন না হওয়ায় আশানুরূপ ফলাফল হয়নি। ওর বক্তব্য “ এক মাঘেই কি শীত যায় !”
সাবিকুন নাহার এর সফলতা ও অগ্রগতির নেপথ্যে রয়েছে ওর পিতা আব্দুল হাকিম এর । তিনিই নিজের সন্তানকে আগলে রেখে আজ সফলতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। ওর বড়ো ভাই সিয়াম আহমাদ ছিল ওর মেন্টর। শিশু কালে পিতার কাছেই শিক্ষার হাতে খড়ি। সে ২০২২ সালে আলিম তথা মাধ্যমিকে সারা রাজ্যের মধ্যে মেধাতালিকায় দশম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের ছাপ রেখেছিল। সাবিকুন নাহার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত আকুঞ্জী পাড়ার বাসিন্দা। শিশু কাল থেকেই ভালো ফলাফলে বা অন্য কোনো জায়গায় অন্য দের থেকে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন ছিল সাবিকুন নাহার এর সখ ,স্বপ্ন ও নেশা। শিক্ষকদের সহচর্চে ভালো থাকা , পড়াশোনা ও ফলাফলে ভালো হওয়ায় হক সবসময় যেন তার। আর্থিক সাচ্ছলতা না থাকার কারণে অদম্য ইচ্ছা শক্তি আর মানসিক জোরকে সম্বল করে বিনা টিউশনে বাংলায় ৯১, ইংরেজিতে ৯১, আরবীতে ৮৪, ইসলামী ইতিহাসে ৮৬, ইসলামিক থিওলজিতে ৯৪ এবং ইসলামিক স্টাডিজ ৯১ নম্বর পেতে সক্ষম হয় সে। পড়াশুনার পাশাপাশি আবৃত্তি, গজল, ছবি আঁকাতে বিশেষ দক্ষতা রয়েছে তার।

নদিয়ায় তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে জনসভা অভিষেকের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কোন তদন্ত ছাড়া প্রমাণ ছাড়া একজন সাংসদের পথ খারিজ করেছে এই স্বৈরাচারী বিজেপি। এর জবাব ১৩ মে ইভিএম-এ দিতে হবে। যেখানে রাজ্যের রাজ্যপাল একজন নারীকে শ্লীলতাহানি করতে পারে তার মতো জঘন্য ঘটনা আর কি ঘটতে পারে। সন্দেশখালির যে ঘটনা আজ প্রকাশ্যে উঠে এসেছে সেখানেই প্রমাণ হয়ে গেছে বিজেপি আরো কত নোংরা রাজনীতি করতে পারে। তৃণমূল কখনো নোংরা রাজনীতি করে না। রবিবার নদীয়ার কালীগঞ্জ পানিহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে জনসভা করতে এসে কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের রাজ্যপাল কে এই ভাষাতেই কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও ১৩ই মে নদীয়ার কৃষ্ণনগর লোকসভা ও একই সাথে নদীয়ার রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের চতুর্থ দফার নির্বাচন, আর এই দুই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীদের জয়ী করতে মরিয়া তৃণমূল, তাই কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে এই জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও করা নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা ছিল গোটা কালীগঞ্জ। আর হাজার হাজার কর্মী সমর্থকদের সামনেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দিলেন অভিষেক। সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে হুংকার দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে মহুয়া মৈত্র কে হারানোর জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীকে দু দু বার আসতে হলো, এছাড়াও বেশ কয়েকবার জনসভা করেছে বিজেপির হেভি ওয়েট নেতারা। তাহলে মহুয়াকে কেন এত ভয়, এই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় ভোট চাইতে গেলে আপনারা প্রশ্ন করবেন। গত দশ বছরের মধ্যে বিজেপি এই কেন্দ্রের মানুষের জন্য কি করেছে, এই বিজেপির নেতারা বলেছে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে তারা লক্ষ্মীর ভান্ডার তুলে দেবে, রাজ্য সরকার দিচ্ছে মোদীজি নিচ্ছে। তাই আগামী ১৩মে প্রমাণ করে দিন আর মহুয়া মৈত্র কে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। গত পাঁচটা বছর মহুয়া মৈত্র এই কেন্দ্রে সাংসদ থাকাকালীন তার কাজের যে গতিবেগ ছিল তা আপনারা জানেন। বিজেপি চাইবে যে করে হোক মহুয়া মৈত্রকে হারাতে, কিন্তু আপনারা তার জবাব দেবেন আগামী ১৩ই মে।

সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন সায়নী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সন্দেশখালি নিয়ে এবারে মুখ খুললেন যাদবপুরের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ।লোকসভা ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে রোদ, ঝড় ,বৃষ্টি ,উপেক্ষা করে প্রার্থীদের প্রচারে কোনো খামতি রাখতে চাইচ্ছে না কোন দলের প্রার্থীরা।আর এই সবকে উপেক্ষা করে তেমনি যাদবপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ রবিবার সকাল সকাল নির্বাচনে প্রচার শুরু করলেন বারুইপুর থানার মল্লিকপুর এলাকা থেকে।এদিন সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন তিনি।তিনি এদিন বলেন, আগে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছিল ষড়যন্ত্র আর এখন তাঁর প্রমাণ সাধারণ মানুষ পাচ্ছে। বিজেপির নেতারা পরিকল্পিতভাবে সন্দেশখালিতে নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর বানাতে চেয়েছিল।

মাদ্রাসা বোর্ডে আলিমে সপ্তম আলাউদ্দিন

নুর মোহাম্মদ খান ● হুগলি

আপনজন: হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত শীতলপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শীতলপুর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মির্জা মহ:আলাউদ্দিন এই বছরের মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় আলিমে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। তার প্রাপ্ত নাম্বার ৮২৩ । এই মাদ্রাসা থেকে পূর্বেও রাজ্যে প্রথম দশে কৃতী ছাত্র স্থান অধিকার করেছে। আলাউদ্দিনের বাড়ি শীতলপুরের মীরমহল্লায়।পিতা মির্জা মোশারফ হোসেন মাতা আনোয়ারা বেগম।পিতা পেশায় হাত জরীর কাজ করে।দরিদ্র পরিবারের এই সন্তান অত্যন্ত বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্র।এই সাফল্যে তার পিতা মাতা ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষকের ভূমিকা আছে সে কথা জানিয়েছে।
মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ মুয়াজ্জাম কবীর খুবই সুচারুভাবে মাদ্রাসার পঠন পাঠনে যত্নবান তা জানিয়েছে। ।পরবর্তীতে সে আরবী সাহিত্য নিয়ে উচ্চ শিক্ষা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চাই।
তার এই সাফল্য খবর জানার পর মাদ্রাসায় এসে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার করার আশ্বাস দিয়েছে।মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক সেখ মুমতাজুর রহমান, আব্দুল হালিম,সেখ মহ:বাকিবিল্লাহ,সেখ জানে আলাম, রাজকুমার মন্ডল,কাজী মাসুম,কাজী যাবিহুল্লাহ, সেখ গোলাম সরওয়ার, মহিউদ্দিন মিদ্দ্যা এই কৃতী ছাত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে। আরামবাগ সাবডিভিশন জুড়ে খুশির হাওয়া। নিজের এই সাফল্য হওয়ার পর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। কৃতি ছাত্র ছাত্র মাদ্রাসার মুখ উজ্জ্বল করলো আগামী দিনের উচ্চ শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা পাশে থাকবে বলে জানান মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

অসহায় কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা শিক্ষকের

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

আপনজন: প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর(উঃমাঃ) বিদ্যালয়ের ছাত্র অনিমেশ হালদার ব্লকের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৩০ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছিল। চুনাখালি পঞ্চায়েতর বড়িয়া কলিকাখালি গ্রামের দীনমজুর পরিবারের ছেলে অনিমেশ। দীনমজুর পরিবারের ছেলের এমন সাফল্যে চিন্তায় ঘুম উবে গিয়েছিল হালদার দম্পতির।নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায়, অর্থনৈতিক অভাব অনটনের মধ্যে কি ভাবে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন? অনিমেশের এমন সাফল্য এবং পরিবারের দুরঃবস্থার কথা লোক মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এমন ঘটনার খবর জানতে পারেন চুনাখালি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি। তিনি এবং স্থানীয় সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী,আদিত্য সরদার,কালিপদ সরদার,দিবাকর মন্ডল, সাবির নেয়ে, দুলাল মাহাতো’রা রবিবার সকালে কৃতি ওই ছাত্রের বাড়িতে হাজির হন। নিমাই মালি পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানান ওই ছাত্রকে। পাশাপাশি ওই ছাত্রের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিয়ে তার পাশে থাকার আশ্বাস দেয়। ঘটনা প্রসঙ্গে নিমাই বাবু জানিয়েছে, ‘অনিমেশ আমাদের এলাকার গর্ব। উচ্চশিক্ষার জন্য সমস্ত রকম সহযোগিতা আমরা করবো। আমরা চাই আগামী দিনে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করুক অনিমেশ।’

ফাজিলে পঞ্চম সামিম চায় বিডিও হতে

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বসিরহাট

আপনজন: আমীনপুর সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে এই বছর মাদ্রাসা বোর্ডে ফাজিল পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন রাজারহাট ব্লকের অন্তর্গত পানাপুকুর গ্রামের বাসিন্দা সামিম গাজী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৫১। একেবারে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা সামিমের এই সাফল্যে আনন্দে উচ্ছ্বসিত তার পরিবার। তার এই সাফল্যের জন্য গর্বিত তার পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজন এবং এলাকার মানুষজন। তার এই সাফল্যের কথা শুনে তাকে দেখতে ও অভিনন্দন জানাতে আসেন তার প্রতিবেশীরা। তার অসাধারণ ফলাফলের খবর পেয়ে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেন রাজারহাট নিউটনের বিধায়ক তাপশ চ্যাটার্জী। সামিমের পড়াশোনার জন্য যে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি সর্বোদা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ইসলামীক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার উঃ ২৪ পরগণা জেলার পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের চাঁদপুর পঞ্চায়েত অঞ্চলের পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আগামীতে কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চাও? তোমার স্বপ্ন কি আছে? আপনজন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে সামিম জানায়, ভবিষ্যতে সে ডব্লুবিসিএস অফিসার হতে চায়। তার স্বপ্ন সে যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ করে যাওয়ার।

৭ ম্যাচে ৩ হ্যাটট্রিকে রোনালদোর গোলের ফিফটি

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য! সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পারফরম্যান্সকে সম্ভবত এই একটি শব্দ দিয়েই বোঝানো যেতে পারে। ৩৯ পেরোনো একজন ফুটবলারের জন্য ৭ ম্যাচে তিনটি হ্যাটট্রিক করা অবিশ্বাস্য কিছুই বটে। সর্বশেষ গতকাল রাতে আল ওয়েহদার বিপক্ষে ম্যাচেও দুর্দান্ত এক হ্যাটট্রিক করেছেন রোনালদো। যেটি এ মৌসুমে আল নাসরের হয়ে রোনালদোর চতুর্থ হ্যাটট্রিক। গতকাল রাতের হ্যাটট্রিকে এ মৌসুমে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে গোলের হাফ সেঞ্চুরিও পূরণ করেছেন রোনালদো। এ মৌসুমে ৫২ ম্যাচ খেলে পর্তুগিজ এ মহাতারকা গোল করেছেন ৫২টি। আর সৌদি প্রো লিগে রোনালদোর জ্বলে ওঠার রাতে আল নাসরের জয় ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। দলের হয়ে অন্য তিন গোল করেছেন ওতাভিও, সাদিও মানে এবং মোহাম্মদ আল-ফাতিল। কিংস কাপের সেমিফাইনালে আগের ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন রোনালদো। সেদিন যেখানে থেমেছিলেন, কাল যেন সেখান থেকেই শুরু করলেন। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে কাছাকাছি গিয়ে অল্পের জন্য হতাশ হতে হয় রোনালদোকে। তবে পাঁচ মিনিটেই কেটে যায় সে হতাশা। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলে বল পেয়ে দারুণ এক শটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন 'সিআর সেভেন।' ১৩ মিনিটে মার্সেলো ব্রোজোভিচের ক্রসে দারুণ এক হেডে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নেন রোনালদো। বিরতির আগে রোনালদো আর কোনো গোল না পেলেও ওতাভিও ও সাদিও মানের গোলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল নাসর। আর বিরতির পর ৫২ মিনিটেই নিজের ক্যারিয়ারের ৬৬তম হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন রোনালদো। মানের বাড়ানো পাসে লেগে থাকা মার্কারকে গতিতে হারিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন ৫ বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা। এটি সৌদি প্রো লিগে রোনালদোর ২৭ ম্যাচে ৩২তম গোল। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪০ ম্যাচে ৪১ গোল। পাশাপাশি এই হ্যাটট্রিকে ক্যারিয়ারে ৯০০ গোলের আরও কাছে পৌঁছে গেছেন রোনালদো। সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকার গোলসংখ্যা এখন ৮৯০টি। ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্‌যাপনের একাধিক ছবি পোস্ট করে রোনালদো লিখেছেন, 'দারুণ অনুভূতি। দল এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ।' তবে এ জয়ের পরও শিরোপা রেসে খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৭৪। আর শীর্ষে থাকা আল হিলালের পয়েন্ট ২৯ ম্যাচে ৮৩।

চার গোল করে হলান্ড বললেন, 'রয় কিনকে পাত্তা দিই না'

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছিল না আর্লিং হলান্ডের। চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়াও কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। বিশেষ করে বড় ম্যাচগুলোয় নরওয়েজীয় এ স্ট্রাইকারকে যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। হাতছাড়া করেছেন সহজ কিছু সুযোগও। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্স দেখে তাঁকে 'চতুর্থ স্তরের খেলোয়াড়' বলেও মন্তব্য করেছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি রয় কিন। শুধু কিনই নন, সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার ফন ডার ভার্ট বলেছিলেন হলান্ড 'অকেজো' খেলোয়াড়। এসব সমালোচনার জবাব দিতে হলান্ড যেন বেছে নিয়েছিলেন উলভসের বিপক্ষে ম্যাচটিকে। সিটির ৫-১ গোলে জেতা এই ম্যাচে একাই চার গোল করেছেন এ স্ট্রাইকার। আর ম্যাচ শেষে সমালোচক রয় কিনকে দিয়েছেন জবাবও। এপ্রিলের শুরুতে আর্সেনালের বিপক্ষে হলান্ডের নিষ্প্রভ পারফরম্যান্সের পর হলান্ডকে এক হাত নিয়েছিলেন কিন। সে সময় কিন বলেছিলেন, 'গোলমুখে সে অসাধারণ। কিন্তু তার সাধারণ খেলা নিম্নমানের। সে অনেকটা চতুর্থ স্তরে খেলা খেলোয়াড়দের মতো।' উলভস ম্যাচের পর সেই সমালোচনার কথা মনে করিয়ে দিলে এক বাক্যে হলান্ড বলেন, 'আমি সত্যিই এই মানুষটাকে পাত্তা দিই না।' কিনকে পাত্তা না দেওয়া হলান্ড অবশ্য নিজেদের দারুণ পারফরম্যান্সের কৃতিত্ব দিয়েছেন কোচ এবং সতীর্থদের। তিনি বলেছেন, 'আমি দারুণ এক কোচ পেয়েছি যে আমাকে সব সময় ধাক্কা দেয়। আমার আশপাশে খেলোয়াড়গুলোর দিকে তাকান, তাদের ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। এখন আমরা সামনে তাকাচ্ছি। আমাদের সামনে মৌসুমের চারটি ফাইনাল ম্যাচ বাকি আছে। আমরা সেগুলো জিততে চাইব। এই মুহূর্তে আমরা ফুলহাম ম্যাচে মনোযোগ রাখছি।' ম্যাচ শেষে হলান্ডের প্রশংসায় ভাসান কোচ গার্দিওলা। হলান্ডের গোলে মুগ্ধতা প্রকাশ করে স্প্যানিশ এ কোচ বলেছেন, 'আর্লিং তার আসল রূপে ফিরে এসেছে। পেনাল্টি (গোলগুলো) নিশ্চিত ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় (হেডে করা গোল) এবং চতুর্থ (বাঁকানো শটে করা গোল) গোল ছিল অবিশ্বাস্য। নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে ওর সময় দরকার।' এদিন ম্যাচের ৮৩ মিনিটে হলান্ডকে তুলে নেন গার্দিওলা। সে সময় তাঁকে হতাশা প্রকাশ করতেও দেখা যায়। বিষয়টি জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেন, 'সে কিছুটা হতাশ ছিল, আমি তা বুঝতে পারি। সে রেফারির ওপর হতাশ ছিল। লং বলে অনেক সময় তারা ওকে ধাক্কা দিচ্ছিল এবং টেনে ধরছিল। তবে ওর পারফরম্যান্স এবং অসাধারণ গোল নিয়ে আনন্দিত।'

মোস্তাফিজ, পাতিরানাবিহীন চেন্নাইকে জেতালেন জাদেজা

আপনজন ডেস্ক: বিসিবির দেওয়া ছুটি শেষে মোস্তাফিজুর রহমান ফিরে এসেছেন বাংলাদেশে, চোটের কারণে শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন মাতিশা পাতিরানাও। ডেথ বোলিংয়ের মূল দুই ভরসা ছাড়াই আজ পাঞ্জাব কিংসের মুখোমুখি হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। তবে মোস্তাফিজ, পাতিরানারা না থাকলেও জিততে সমস্যা হয়নি বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের। ধর্মশালায় চেন্নাই ৯ উইকেটে ১৬৭ রানের পুঁজি নিয়ে পাঞ্জাবকে আটকে দিয়েছে ৯ উইকেটে ১৩৯ রানে। ২৮ রানের জয়ে প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে চেন্নাইয়ের। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট তুলে চেন্নাই এখন তিন নম্বরে। সমান ১২ পয়েন্ট আছে চার ও পাঁচে থাকা লক্ষ্ণৌ এবং হায়দরাবাদেরও। পাঞ্জাব ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার আট নম্বরে। রান তাড়ায় নামা পাঞ্জাব প্রথম দুই ওভারের মধ্যেই হারিয়ে ফেলে জনি বেয়ারস্টো ও রাইলি রুশোকে। চারদিন আগে চেন্নাইয়ের মাঠে ১৬২ রান তাড়ায় এ দুজনই ৩৭ বলে ৬৪ রানের জুটি গড়ে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন। তুষার দেশপান্ডে বেয়ারস্টো-রুশোকে তুলে নেওয়ার পর পাঞ্জাবের আর কেউ দলের হাল ধরতে পারেননি। মিচেল স্যান্টনার ও রবীন্দ্র জাদেজার আঁটসাঁট বোলিংয়ে চেন্নাই ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ বাড়ায়। জাদেজা ৪ ওভারে ২০ রান দিয়ে নেন ৩ উইকেট, স্যান্টনার মাত্র ১ উইকেট নিলেও ৩ ওভারে দেন মাত্র ১০ রান। এর আগে ব্যাট হাতেও জাদেজাই চেন্নাইয়ের মূল ত্রাণকর্তা হয়ে ওঠেন। ২৬ বলে ৩ চার ও ২ ছয়ে খেলেন সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৩২ ও ড্যারিল মিচেল ৩০ রান করেন। পাঞ্জাবের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন রাহুল চাহার ও হারশাল প্যাটেল।

কোহলির আচরণে 'বিরক্ত' গাভাস্কার দিলেন পাল্টা জবাব

আপনজন ডেস্ক: এ যেন জবাব-পাল্টাজবাবের খেলা! বিরাট কোহলি রান করছেন। চলতি আইপিএলে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনি। ১১ ইনিংসে করেছেন ৫৪২ রান। তবে রানটা তিনি কীভাবে করছেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বেশ কয়েকবার। ১৪৮ স্ট্রাইক রেটে রান করার পরও এমন সমালোচনা মেনে নিতে পারেননি কোহলি। গত ২৮ এপ্রিল গুজরাটের বিপক্ষে ৪৪ বলে অপরাজিত ৭০ রানের ইনিংস খেলে তাই সমালোচকদের ধুয়ে দিয়েছিলেন কোহলি। কোহলি সেদিন স্পষ্টভাবেই ধারাভাষ্যকারদের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। আজ কোহলির কথার কড়া জবাব দিয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার। গাভাস্কার স্টার স্পোর্টসে কোহলির সেই কথা নিয়ে বলেছিলেন, 'যখন ওর স্ট্রাইক রেট ১১৮ ছিল, ধারাভাষ্যকারেরা প্রশ্ন তুলেছিল। আমি ঠিক নিশ্চিত নই। আমি খুব বেশি খেলা দেখি না, ঠিক জানি না অন্য ধারাভাষ্যকারেরা কী বলেছিলেন। কিন্তু আপনি যদি ওপেন করেন, এরপর ১৪-১৫তম ওভারে আউটের পর আপনার স্ট্রাইক রেট ১১৮ থাকে...এরপরও যদি কেউ আপনার প্রশংসা করে সেটা ভিন্ন বিষয়।' গাভাস্কার স্পষ্ট করেই বলেছেন, ধারাভাষ্যকারদের পছন্দ-অপছন্দের ছাপ তাঁদের ধারাভাষ্যে পড়ে না। উল্টো তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা বলার পরও কেন ক্রিকেটারেরা সেই আলোচনার জবাব দেন, 'এরা সবাই বলে, আমরা মাঠের বাইরের আলোচনাকে গুরুত্ব দিই না। তাহলে কেন মাঠের বাইরের আলোচনার জবাব দাও। আমরা সবাই অল্প ক্রিকেট খেলেছি, খুব বেশি নয়। আমাদের কোনো অ্যাজেন্ডা নেই। আমরা যা দেখি, তা বলি। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ নেই। যদি এমন কিছু থেকেও থাকে, আমরা মাঠে যা ঘটে, সেটা নিয়েই কথা বলি।' স্টার স্পোর্টসের হয়ে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময়ে এমনকি স্টার স্পোর্টসের ওপরই ক্ষোভ ঝেড়েছেন গাভাস্কার, 'একজন স্টার স্পোর্টসের ধারাভাষ্যকারকদের হয়ে করছে, সেটাই আবার স্টার স্পোর্টস বারবার দেখাচ্ছে, আমার মনে হয় না, এটা ভালো কিছু। আমার মনে হয় স্টার স্পোর্টসেরও বোঝা উচিত, তারা যথেষ্টবার এটা দেখিয়েছে, সবাই বার্তা পেয়ে গেছে।' কোহলি এর আগে সমালোচকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'যেসব লোক স্ট্রাইক রেট এবং আমার স্পিন ভালো খেলতে না পারা নিয়ে কথা বলে, তারা এসব (পরিসংখ্যান) নিয়েই কথা বলে। আমার কাছে দলের জন্য ম্যাচ জয়ই আসল এবং এ কারণেই আপনি এটা ১৫ বছর ধরে করে যাবেন। আপনি দিনের পর দিন এটা করে যাচ্ছেন, আপনি দলকে ম্যাচ জিতিয়েছেন। আমি জানি না, এমন পরিস্থিতিতে আপনারা কখনো পড়েছেন কি না। কিন্তু বক্সে বসে ম্যাচ নিয়ে কথা বলছেন।' এ ঘটনার আগেও এবারের আইপিএলেই কোহলি কেভিন পিটারসেন ও রবি শাস্ত্রীকে খোঁচা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান বিশ্বকাপে ভালো না করলে কারস্টেনকেই দুষবে, বললেন রশিদ লতিফ

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, বাংলাদেশ...এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে যাওয়া বেশির ভাগ দল কোচিং স্টাফ গুছিয়ে নিয়েছে আগেই। কিন্তু পাকিস্তানের বেলায় সেটি হয়নি। বিশ্বকাপের যখন এক মাসের চেয়ে একটু বেশি সময় বাকি, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দলের প্রধান কোচ নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমন সময়ে পিসিবির কোচ নিয়োগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও উইকেটকিপার রশিদ লতিফ। তাঁর কাছে পিসিবির এই সিদ্ধান্ত 'ব্লেইম গেম' খেলার জন্যই। বিশ্বকাপে পাকিস্তান যদি আশানুরূপ ফল করতে না পারে, তখন পুরো দায় নতুন প্রধান কোচ গ্যারি কারস্টেনের ওপর দেওয়া হবে বলে মনে করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের সাবেক কোচ কারস্টেনকে নিয়োগ দেওয়া নিয়ে রশিদ লতিফ পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'গ্যারি কারস্টেন ভারতের কোচ হিসেবে সফল ছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও সফল। কিন্তু (পাকিস্তান দলে তার নিয়োগের) টাইমিংটা ভুল।' এরপর তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সমন্বয়হীনতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন, 'পাকিস্তানের টাইমিং নিয়ে সব সময়ই প্রশ্ন ওঠে।' রশিদ লতিফ এরপর যোগ করেন, 'এটা আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে...আগামী মাসে আমরা বিশ্বকাপে যাব। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা ৭টা ম্যাচ খেলব। সময় খুব অল্প। তারা যদি হারে, বোর্ড কারস্টেন বা বাবর আজমকে দোষারোপ করবে। এটাই আমাদের রীতি। আমি বাবর বা কারস্টেনকে দোষারোপ করব না।' পাকিস্তানের ক্রিকেটে হুটহাট নানা কিছু পরিবর্তনের বিষয়েও কথা বলেছেন রশিদ লতিফ। দলের নেতৃত্ব বা সমন্বয় লম্বা সময়ের জন্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি, 'আমি যদি আজ জানি এই আমার প্রধান কোচ, এই আমার অধিনায়ক আর এই আমার নির্বাচক কমিটি...আসলে হওয়া উচিত অস্ট্রেলিয়া, ভারত আর ইংল্যান্ডের মতো। সেখানে তারা জানে এই ১২-১৩ জন খেলোয়াড় নিশ্চিত আর এই তাদের প্রধান কোচ।' রশিদ লতিফ এ বিষয়ে আরও যোগ করেছেন, 'এসব আপনাকে ৬ থেকে ৮ মাস বা এক বছর আগে জানতে হবে।' ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে ১ জুন, যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা ম্যাচ দিয়ে। পাকিস্তান তাদের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ৬ জুন, ডালাসে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্র।

'মানুষ ভুল করে, ভুল থেকে শেখে, সামনে এগিয়ে যায়'—ফিক্সিং নিয়ে আমির

আপনজন ডেস্ক: ২০০৯ থেকে ২০২৪-বছরের হিসাবে মোহাম্মদ আমিরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার বেশ দীর্ঘ। কিন্তু ১৫ বছরের ক্যারিয়ারে প্রায় ৯ বছরই তিনি পাকিস্তান দলের বাইরে ছিলেন। পাঁচ বছর স্পট ফিক্সিংয়ের নিষেধাজ্ঞায়, সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ায়। ৩২ বছর বয়সী আমির টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে আবারও জাতীয় দলে ফিরেছেন। যে ফেরায় খুশি নন সাবেকদের কয়েকজন। কেউ স্পট ফিক্সিংয়ের কারণে তাঁকে সুযোগ দেওয়ার বিপক্ষে আর কেউবা ঘরোয়া ক্রিকেটে পর্যাপ্ত ম্যাচ না খেলার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সমালোচকদের তোলা এসব প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন আমির। ২০১০ লর্ডস টেস্টে স্পট ফিক্সিং করায় আমিরকে কোনোমতেই ক্ষমা করার পক্ষে নন রমিজ রাজা। গত মার্চে আমির জাতীয় দলে ফেরার আগে পিসিবির সাবেক চেয়ারম্যান বলেছিলেন, তাঁর নিজের ছেলেও ফিক্সিং করলে তিনি ক্ষমা করতেন না। আমিরকেও তাই পাকিস্তানের জার্সি গায়ে দেখতে চান না। হাফিজ মোহাম্মদ ইমরানের ইউটিউব চ্যানেলের এক সাক্ষাৎকারে আমিরকে রমিজের কথাটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁজালো কোনো উত্তর অবশ্য আমির দিলেন না, 'প্রত্যেকেই নিজের মত দিতে পারে। মুখ তো বন্ধ করা যাবে না। আমি নিজেও টিভিতে ক্রিকেট নিয়ে বলতে গেলে যেটা নিজে অনুভব করি সেটাই বলি। কাউকে ব্যক্তিগতভাবে দোষারোপ না করে ক্রিকেটের জন্যই বলি। ফিক্সিংয়ের ঘটনাটা ২০১০ সালের, এখন ২০২৪। ১৪ বছর পার হয়ে গেছে। আমি ওটা থেকে বেরিয়ে এসেছি। মানুষ ভুল করে, ভুল থেকে শেখে, সামনে এগিয়ে যায়। উনি এখনো আগের জায়গায় পড়ে আছেন। কেন সেটা উনিই ভালো জানেন। আমি এ বিষয়ে আর কথা না বলাই ভালো মনে করি।' ২০২০ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান দল থেকে অবসর নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যে চলে গিয়েছিলেন আমির। নিয়মিত পিএসএল ও অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেললেও পাকিস্তানের অন্যান্য ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় খেলেননি। আমিরকে দলে ফেরাতে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটকে প্রাধান্য দেওয়ার নিয়ম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছেন মোহাম্মদ হাফিজ ও কামরান আকমল। আমির এ ক্ষেত্রে সংস্করণের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, 'আমিও বিশ্বাস করি, পাকিস্তান দলে খেলোয়াড় নির্বাচন করা উচিত ঘরোয়া ক্রিকেটের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে। আমি এখন টি-টোয়েন্টি দলে ফিরেছি। পাকিস্তানের ঘরোয়ায় টি-টোয়েন্টির সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট পিএসএল, যেখানে আমি নিয়মিত খেলছি। তাহলে আমার টি-টোয়েন্টি দলে ফেরায় নিয়মভঙ্গ কীভাবে হলো? টেস্ট, ওয়ানডে দলে ঢুকতে চাইলে আমাকে ওই দুই সংস্করণের ঘরোয়ায় ভালো করতে হবে। কিন্তু টি-টোয়েন্টিতে তো আমি আছিই।'

আর্জেন্টাইনদের জন্য দিয়েগো ম্যারাডোনা মানেই আবেগ। পায়ে উল্কি এঁকে এভাবেই প্রয়াত এই ফুটবল কিংবদন্তির স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। ছবিটি আর্জেন্টাইন প্রফেশনাল ফুটবল লিগে বোকা জুনিয়র্স ও লা প্লাটার সেমিফাইনাল উপভোগ করতে আসা এক দর্শকের।

রিয়াল ম্যাচের আগে বায়ার্ন শিবিরে ধাক্কা

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে সেমিফাইনালের ফিরতি লেগের আগে বায়ার্ন মিউনিখ শিবিরে ধাক্কা হয়ে এসেছে রাফায়েল গুয়েরেরোর ইনজুরি। গোড়ালির চোটে পড়ায় রিয়ালের বিপক্ষে খেলা হচ্ছে না পর্তুগিজ এই মিডফিল্ডারের। রবিবার এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। তবে কতদিনের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন তা খোলাসা করেনি। গতকাল বুন্দেসলিগায় স্টুটগার্টের বিপক্ষে ম্যাচের ১৭ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন গুয়েরেরো। চোটের পরিমাণ এতই গুরুতর ছিল যে, তাকে স্ট্রেচার করে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। রিয়ালের বিপক্ষে প্রথম লেগে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লিওন গোরেতজকার বদলি হয়ে মাঠে নেমেছিলেন গুয়েরেরো। এই মিডফিল্ডারের চোটে বায়ার্ন শিবিরের ইনজুরিতে পড়া খেলোয়াড়ের সংখ্যা আরও বাড়ল। স্টুটগার্ট ম্যাচেই মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন সেন্টার ব্যাক এরিক ডায়ার। এছাড়া দুই ডিফেন্ডার মাটাইস ডি লিখট ও দায়দ উপামেকানো ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। বায়ার্ন ও রিয়ালের প্রথম লেগ শেষ হয়েছিল ২-২ সমতায়। ফাইনালের মঞ্চে কারা যাবে তার ফায়সালা হবে আগামী বুধবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**